পাক্ষিক

আহমদী

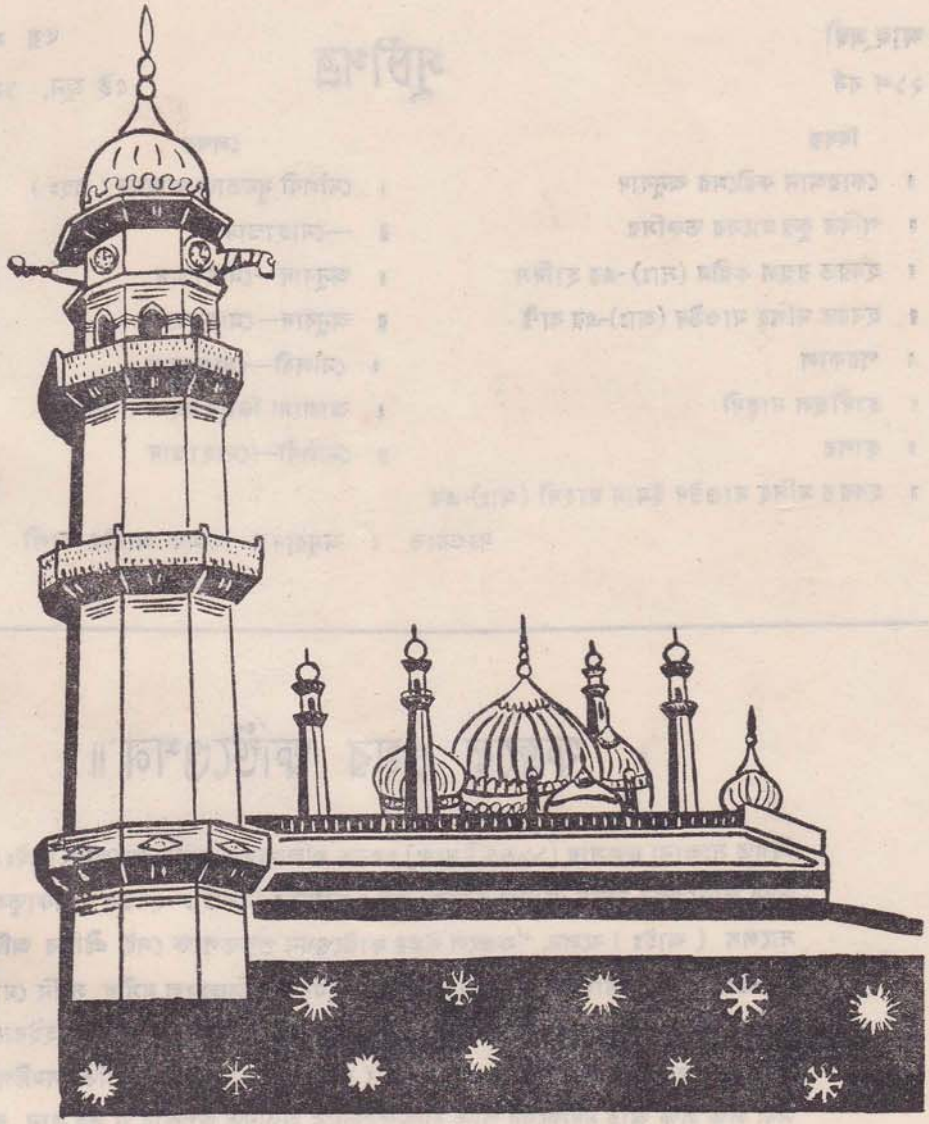

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৫৭
পবিত্র কুরআনের তফসির	—মোহাম্মাদ	৫৯
হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদিস	অনুবাদ—মোহাম্মাদ	৬০
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী	অনুবাদ—মোহাম্মাদ	৬১
পরকাল	মৌলবী—মোহাম্মাদ	৬২
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	৭৫
হাশর	মোলবী—মোহাম্মাদ	৮৩
হযরত মসিহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাওয়াত	অনুবাদক—হামযা আমীর আলী	৮৬

ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ--হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫ই জুন : ১৯৬৭ সন : ৩য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ স্যাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

রুকু—৪, আয়াত—৫ (২৫-২৯)

২৫॥ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে বহু (রণ) ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন এবং বিশেষ করে হুনায়নের (সংগ্রাম) দিবসে। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মম্ভরী করিয়া দিয়াছিল, পরন্তু উহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই। এবং পৃথিবী বিস্তীর্ণ থাকা স্বত্বেও তোমাদের

জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তৎপর তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করিয়াছিলে।

২৬॥ অতঃপর আল্লাহ তাঁহার রসুল এবং মুমিনগণের উপর স্বীয় সান্তনা অবতীর্ণ করিলেন এবং এমন সৈন্য অবতরণ করিলেন, যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং কাফিরদিগকে শাস্তি দান করিলেন এবং ইহাই কাফিরগণের (কর্মের) প্রতিফল।

২৭॥ ইহার পর আল্লাহ যাহার প্রতি ইচ্ছা সদয় হইবেন এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

২৮॥ হে মুমিনগণ! নিশ্চয় অংশীবাদিগণ অপবিত্র হৃদয়। অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর হইতে সম্মানিত মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। এবং যদি তোমরা দারিদ্রতাকে ভয় কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজ দয়াগুণে তোমাদিগকে অচিরেই ধনী করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

২৯॥ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুল যাহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহা অবৈধ বলিয়া মান্য করে না এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ দান করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর যে পর্যন্ত না তাহারা বশ্যতা স্বীকার পূর্বক স্বহস্তে জিজিয়া কর প্রদান করে। (ক্রমশঃ)

পবিত্র কুরআনের তফসির

—মোহাম্মাদ

সুরা ফাতেহা

ইহা মক্কী সুরা। বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে সাতটি আয়াত আছে।

সুরা শব্দের অর্থ কুরআনের অংশ বিশেষ, যাহার মধ্যে কোন বিষয়ের পূর্ণ বর্ণনা আছে এবং উহা পাঠ ও আমল করিয়া উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনেই ইহার অংশ বিশেষ-গুলিকে সুরা নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-ও ইহাদিগকে সুরা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সুরা বকরের তৃতীয় রুকুতে অবিশ্বাসীগণকে কুরআনের মোকাবিলা করিবার জন্য ইহার যে কোন একটি সুরার অনুরূপ সুরা পেশ করিতে আহ্বান জানান হইয়াছে।

বখন بسم الله الرحمن الرحيم
انا اعطيناك الكوثر

হইতে الابتر পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) সাহাবাকে বলেন যে, এই মাত্র তাঁহার উপর একটি সুরা নাযেল হইল।

সুতরাং কেহ যেন ইহা মনে না করে যে পরবর্তীকালে পবিত্র কুরআনের অংশগুলিকে ভাগ করিয়া, ইহার এক এক অংশকে সুরা নাম দেওয়া হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত এই প্রথম অংশের নাম সুরাতুল ফাতেহাতুন। ফারসী ভাষার প্রচলনানুযায়ী ইহাকে সুরা ফাতেহা বলে।

এই সুরার নয়টি নাম আছে।

(১) সুরাতুস-সালাত।

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে আল্লাহতায়ালা এই সুরাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশে তিনি তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় অংশে বান্দার তরফ হইতে দোয়া শিখাইয়াছেন। সেইজন্য ইহা নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তদনুযায়ী ইহার নাম সুরাতুস-সালাত অর্থাৎ নামাযের সুরা।

(২) সুরাতুল হামদ।

এই সুরার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার বুনিয়াদী এমন চারিটি গুণের উল্লেখ আছে, যদ্বারা তাঁহার প্রশংসা উচ্ছসিত হইয়া উঠে। সেই জন্য ইহাকে সুরাতুল হামদ অর্থাৎ প্রশংসার সুরা বলে।

৩। উম্মুল কুরআন।

এই সুরা সমস্ত কুরআনের নির্যাস স্বরূপ। সমস্ত কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলী এই সুরার ব্যাখ্যা স্বরূপ। সেইজন্য ইহাকে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মা বলে।

৪। আলকুরআনুল আযিম।

যেহেতু সারা কুরআনের সার সংগ্রহ এই সুরার মধ্যে রহিয়াছে, সেইজন্য ইহাকে আলকুরআনুল আযিম অর্থাৎ মহান কুরআন বলা হয়।

৫। আস-সাবয়ুল মাসানী।

এই সুরা নিত্য পড়ার প্রয়োজন এবং নিত্য বার বার পড়া হয় বলিয়া ইহাকে আস সাবয়ুল মাসানী বলা হয়। সুরা হিজরের ৬ রুকুতে এই সুরাকে এই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। উম্মুল কিতাব।

আবু দাউদের হাদিসে এই নামের উল্লেখ আছে। ইহা উম্মুল কুরআনের নামান্তর।

৭। আশ শাফা।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে ইহার দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হয় এবং সকল বিষ নির্বিষ হয়।

৮। আর রুকিয়া।

একদা এক সাহাবীকে সাপে কামড়াইয়াছিল। তিনি এই সুরা পড়িয়া ক্ষতস্থানে ফুঁ দিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সেই জন্য ইহাকে আর-রুকিয়া অর্থাৎ ফুঁ দিয়া আরোগ্য করিবার সুরা বলা হয়।

৯। সুরাতুল কানয।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার উপর যত অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই সুরা একটি এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে ইহা তাঁহার আরশের কোষ গারের মধ্য হইতে এক কোষাগার। সেইজন্য ইহাকে সুরাতুল কানয অর্থাৎ খাযানার সুরা বলা হয়।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীস

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

১। যাহার অনিষ্ট হইতে প্রতিবেশী নিরাপদ নহে, সে বেহেস্তে যাইবে না। (মুসলিম)।

২। জীবরাইল (আঃ) আমাকে অবিরাম প্রবিবেশীর কর্তব্য সম্বন্ধে এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে আমি ভাবিলাম যে তিনি আমাকে শীঘ্রই ওয়ারিশ করিয়া দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

৩। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রতিবেশীদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্ব উত্তম যে তাহার প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করে। (তিরমিযি)।

৪। এক ব্যক্তি হযরত রসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল; আমি কেমন করিয়া জানিব যে আমি কাজ ভাল করিলাম, না মন্দ করিলাম। হযরত রসুল (আঃ) উত্তর দিলেন; যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলিতে শুনিবে যে, তুমি ভাল করিয়াছ, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় ভাল করিয়াছ এবং যদি তাহাদিগকে বলিতে শুন যে তুমি মন্দ করিয়াছ, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় মন্দ করিয়াছ। (ইবনে মাজা)।

৫। যখন ঝোল রাঁধো, বেশী পানি ঢাল, যেন তোমার প্রতিবেশীদেরও দিতে পার। (মুসলিম)।

৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: হে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ)! আমার দুই জন প্রতিবেশী। আমি তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে উপহার পাঠাব? তিনি বলিলেন: দুইজনের মধ্যে যাহার দরজা নিকটে। (বুখারী)।

৭। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: হে আল্লাহ্‌র রসুল, অমুক লোক খুব নামায পড়ে, রোজা রাখে, এবং খয়রাৎ করে, কিন্তু সে প্রতিবেশীর প্রতি কর্কশ

ব্যবহার করে। তিনি (হযরত রসুল আঃ) বলিলেন ঃ সে দোযখে যাইবে। সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ), অমুক স্ত্রীলোক রোযা, খয়রাৎ এবং নামাযের জন্য তেমন খ্যাত নহে, কিন্তু সে পনীরের অবশিষ্ট টুকরা হইতে দান করে এবং সে কথার দ্বারা প্রতিবেশীদিগকে কষ্ট দেয় না। তিনি বলিলেন ঃ সে বেহেস্তে যাইবে।

(আহমদ, বাইহাকী)।

৮। প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর যথা—এক প্রতিবেশী, যাহার একটি হক (দাবী) আছে. দ্বিতীয়, যাহার দুইটি হক আছে এবং তৃতীয়, যাহার তিনটি হক আছে। যে প্রতিবেশীর তিনটি হক আছে, সে হইল একজন মুসলমান আত্মীয়। তাহার প্রতিবেশীর হক আছে; ইসলামের হক আছে এবং আত্মীয়তার হক আছে। যাহার দুইটি হক আছে, সে হইল মুসলিম প্রতিবেশী। তাহার প্রতিবেশীর হক আছে এবং ইসলামের হক আছে। যাহার একটি হক আছে। সে হইল একজন মুশরেক প্রতিবেশী। (আবু নঈম)।

৯। তোমরা কি প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত আছে? সে সাহায্য চাহিলে, তাহাকে সাহায্য কর। সে প্রতিকার চাহিলে, তাহাকে প্রতিকার দাও। ঋণ চাহিলে তাহাকে ঋণ দাও। অভাবে পড়িল তাহার অভাব মোচন কর। অসুস্থ হইলে তাহার সুশ্রূষা কর। সে মারা গেলে. তাহার লাশের সঙ্গে যাও। তাহার মঙ্গলে আনন্দ জানাও এবং তাহার বিপদে সহানুভূতি জানাও। তাহার বিনা অনুমতিতে বাতাস বন্দ করিয়া তাহার ঘরের পাশে দালান উঁচু করিয়া তুলিও না। তাহাকে কষ্ট দিওনা। ফল কিনিলে তাহাকে দাও। যদি না দাও তাহা হইলে গোপনে লইয়া যাও এবং তোমার ছেলেরা যেন তাহার ছেলেদের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি না করে। (ইবনে আদি)।

১০। প্রশস্ত বাড়ি, ভাল প্রতিবেশী এবং মনোরম যান একজন ভদ্র মুসলমানের সৌভাগ্যের উপকরণ।

(আহমদ)।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

ভাবী দিন

স্মরণ রাখিও বড় কঠিন দিন আসিতেছে, যখন দুনিয়াকে ভীতিপ্রদ প্রচণ্ডতা ও বিপৎপাতের সম্মুখীন হইতে হইবে। আল্লাহতায়ালা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে অচিরে মহামারী এবং রকম বেরকমের যমীনি এবং আসমানী বিপদসমূহ প্রকাশিত হইবে এবং এক ভীষণ ভূমিকম্পের সংবাদও দিয়া রাখিয়াছেন, যাহা কেয়ামতের নমুনা স্বরূপ হইবে এবং যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা 'হঠাৎ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ ভূমিকম্প সহসা আসিবে। খোদাতায়ালা এইভাবে আরও অনেক ভীতিপ্রদ সংবাদ দিয়া রাখিয়াছেন। আমি যে সমুদয় বিষয় দেখিতেছি, তোমরা যদি তাহার সন্ধান পাইয়া যাইতে তাহা, হইলে তোমরা খোদাতায়ালার নিকট দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন অবিরাম কাঁদিতে থাকিতে।

(মলফুজাত-১০ম খণ্ড—৬৭ পৃষ্ঠা)

★

॥ পরকাল ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় খণ্ড

পরলোক

—মৌলবী মোহাম্মাদ

পাঠক! এযাবৎ আমি পরকালের ভূমিকা লিখিয়া আসিলাম। এখন আমি আমার মূল বক্তব্য পরলোকের কথা বলিব।

আমরা এই পুস্তকের প্রারম্ভেই আলোচনা করিয়াছি যে, মরণে মানব জীবনের অবসান হয় না। পরন্তু সে নশ্বর জগত ছাড়িয়া অবিনশ্বর জগতে যায়।

পরলোকের অস্তিত্ব এক ধ্রুব সত্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা জোরদার ভাষায় বলিয়াছেন—

وَاقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ط بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "এবং তাহারা (অবিশ্বাসীগণ) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শপথ করিয়া বলেঃ যাহারা মরিয়া গিয়াছে, আল্লাহ্‌ কখনই তাহাদিগকে পুনঃরুত্থিত করিবেন না। না, (নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগের পুনঃরুত্থান করিবেন,) ইহা (তাঁহার) ওয়াদা (যাহা তিনি নিজের উপর) বাধ্যকর করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।" (সুরা—নহল ৫ম রুকু)।

মৃত্যু অমর জীবনের সিংহদ্বার

মৃত্যু মানব জীবনের শেষ না হইয়া, ইহা তাহার অমর জীবনের সিংহদ্বার। ইহার বাহ্যিক মূর্তী মহা বিপদস্বরূপ হইলেও দূর প্রসারী দৃষ্টিতে ইহার প্রকৃত স্বরূপ মহা কল্যাণময়। রোগ, শোক ও জরার অধীন দেহে মানবের জীবনকে যদি অমর করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে অচিরেই তাহার জীবন রোগ, শোক ও জরায় দুর্বিষহ হইয়া পড়িত। অত্যাচারী শাসক ও শোষণ-কারীদের পীড়নে পৃথিবী দুর্ভর হইয়া উঠিত। কর্মক্ষেত্রে নবাগতদের কোন স্থান মিলিত না। কিছুকাল মধ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীতে তিল ধরিবার স্থান থাকিত না এবং জীবন সমস্যা চরম আকারে প্রকটিত হইত। মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে রোগ, শোক ও জরার হাত হইতে রেহাই দেয়, অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে মুক্তি দেয়, নবাগতদের জন্য কার্যের সুযোগ আনিয়া দেয়, পুণ্যাত্মাদের জন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলনের সৌভাগ্য আনে ও তাহাদিগকে সীমাহীন জগতে অসীম উন্নতির পথে স্থাপিত করে এবং পাপীদের পাপ বৃদ্ধির পথ রোধ করিয়া পরলোকে তাহাদিগের সংশোধন ও আধ্যাত্মিক জীবন পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ করিয়া দেয়।

পীড়িত হইলে আমরা আরোগ্য ও জীবনানন্দ কামনা করি। মৃত্যু আমাদিগের সর্বময় পীড়ার অবসান ঘটাইয়া, অমর জীবনানন্দের জগতে প্রবেশ দান করে। পবিত্র কোরআনে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুখ দিয়া আল্লাহতায়ালা এই সত্য সংক্ষেপে জানাইয়াছেন—

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝

অর্থাৎ "এবং যখন আমি পীড়িত হই, তিনি (আল্লাহ্‌তায়ালা) আমায় আরোগ্য দেন এবং যিনি আমায় মৃত্যু দান করিবেন এবং তাহার পর (মহা) জীবন।"

(সূরা—আশশূরা, ৫ম রুকু)।

অত্র আয়াতে পীড়া হইতে মুক্তি দানের কল্যাণের সহিত মৃত্যুর কথা সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য এই যে দেহের পীড়ার জন্য আরোগ্য যেরূপ কল্যাণপ্রদ, পার্থিব জীবনের সর্বময় পীড়ার জন্য মৃত্যুও তেমনি কল্যাণপ্রদ। দৈহিক রোগমুক্তি যেমন রোগীর জন্য আনন্দদায়ক, তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা নির্দিষ্ট মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপও আমাদিগের জন্য সর্বাত্মকভাবে আনন্দদায়ক। দিব্য দৃষ্টি দিয়া দেখিলে ইহা প্রতিভাত হইবে যে, রোগমুক্তি প্রকৃত পক্ষে আংশিক কল্যাণ আনে এবং মৃত্যু মানবের জন্য ব্যাপক কল্যাণ আনে। কোন রোগ-মুক্তি, দেহের আংশিক সংস্কার করিয়া পুনঃরায় রোগাক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে ব্যক্তির জীবনে আনন্দের সীমাবদ্ধ জোয়ার ফিরাইয়া আনে; কিন্তু মৃত্যু মানবকে রোগ শোক জরাহীন চির জোয়ারময় জীবনের পথে তুলিয়া দেয়।

কিন্তু এখানে একটি কথা জানিয়া রাখিতে হইবে যে মৃত্যু কল্যাণময় হইলেও, আত্মহত্যার পন্থায় মৃত্যু কল্যাণময় নহে, অথবা কাহারও অপরকে বেআইনীভাবে হত্যা করার অধিকারও নাই। কারণ উভয়বিধ কাজ সৃষ্টিকর্তা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সকল ধর্মে ইহা পাপ এবং সকল দেশের আইনে ইহা অপরাধ। কারণ ইহা সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও বিদ্রোহমূলক কাজ ও সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। পক্ষান্তরে মরণ কামনা করাও নিষিদ্ধ, কারণ ইহা আত্মহত্যার ক্ষুদ্র সংস্করণ। হযরত রসুল করিম (সাঃ)-বলিয়াছেন,

لا يتمنى احدكم الموت

"তোমাদের মধ্যে কেহ মৃত্যু কামনা করিও না।" (তিরমিজি)।

কারণ জীবন দ্বারা পুণ্যাত্মাগণ পুণ্য বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং পাপীগণ অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনার, সংশোধন এবং পুণ্যকর্মে ব্রতী হইবার সুযোগ পায়। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ও নিয়মের অধীন মৃত্যুই কল্যাণমূলক।

পরলোক সম্বন্ধে জানিতে পরিভাষা ও সূত্রাদী

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে পরলোক সম্বন্ধে জানিতে হইলে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আধ্যাত্মিক পরিভাষা ও উহার সূত্রাদি জানিতে হইবে। কারণ প্রত্যেক শাস্ত্র বুঝিতে উহার পরিভাষা এবং কতকগুলি সূত্র জানা ও মানা প্রয়োজন। নচেৎ বিষয়বস্তু বুঝা বা বুঝান কোনটাই সম্ভব নহে। তদনুযায়ী এ সম্বন্ধে আমি এখন কতকগুলি মৌলিক কথার উল্লেখ ও বর্ণনা করিব। এগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া স্মরণে রাখিলে পরলোকের পরিভাষা বুঝা এবং তথাকার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে। মৌলিক কথাগুলি—

যথা :—

১। বিন্দুর উদাহরণে সিন্ধুর পরিচয় দান।

২। পার্থিব জীবন পারলৌকিক জীবনের জন্য বীজ স্বরূপ। বীজ যেভাবে গাছে পরিণত হয়, বিদেহী আত্মা দিয়া তদ্রূপ পরলোকে আধ্যাত্মিক দেহ ও জীবন গড়িয়া উঠে।

৩। ঘুমের অবস্থা হইতে পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

৪। পরলোকের বর্ণনা রূপকের ভাষায়।

৫। পরলোক স্থান ও কালের গণ্ডি হইতে মুক্ত।

এখন আমি দফায় দফায় উপরোক্ত সুত্রগুলির বিশদ বর্ণনা করিব।

১। বিন্দুর উদাহরণে সিন্ধুর পরিচয় দান।

আমরা কোন বিশাল বস্তুর পরিচয় দানের প্রচেষ্টাকে বিন্দু দিয়া সিন্ধুর পরিচয় দানের সহিত তুলনা দিয়া থাকি। এমতাবস্থায় অজানা অনন্ত জগতের সংবাদ সান্ত জগতের সীমাবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ, মশা অথবা তদপেক্ষ ক্ষুদ্র প্রাণীর দৃষ্টান্ত দিয়া বিশ্বকে বুঝানোর চেষ্টার ন্যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা পরকালে পুণ্যাত্মাগণের জন্য যে পুরস্কার রাখিয়াছেন, উহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন,

ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রাণীর দৃষ্টান্ত দিতে দ্বিধা বোধ করেন না।"

(সুরা বকর—৩য় রুকু)।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে পার্থিব কোন বস্তুকে কথা ও লিখা দিয়া বুঝাইতেও এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করি। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতে আমরা তিন অক্ষরের ছোট একটি 'বিশ্ব' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকৃত বিশ্বের আকার ও উহার অন্তঃস্থ বিষয়াবলীর সহিত 'বিশ্ব' শব্দের আকার ও প্রকারের কতই না প্রভেদ? তবু 'বিশ্ব' শব্দের উচ্চারণ শুনিলে অথবা লেখা দেখিলেই আমরা আপন আপন বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী মূল বিশ্বের একটা ধারণা করিয়া লই। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বের সহিত ধারণার বিশ্বের যতখানি প্রভেদ, প্রকৃত বিশ্বের সহিত বিশ্ব শব্দের প্রভেদ তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

অতএব পরকালের বর্ণনা যে, বিন্দু দিয়া সিন্ধুর পরিচয় প্রদানের ন্যায় হইবে, তাহা পাঠককে প্রথমেই জানিয়া রাখিতে হইবে। পরকালের পরিচয় প্রদানের ধাপে ধাপে, পাঠক! এ সত্য উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিবেন। অতএব, অল্প কথা দিয়া মনে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর ধারণা আনিতে হইবে।

২। পার্থিব জীবন পারলৌকিক জীবনের জন্য বীজ স্বরূপ

মানব জানিতে ব্যাকুল, না জানি মরণের পর তাহার কি অবস্থা হইবে? আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন,

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٥ على ان نبدل امثالكم وننشئكم فى ما لا تعلمون ٥ ولقد علمتم النشاة الاولى فلو لا تذكرون ٥ افرءيتم ما تحرثون ٥ ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون *

অর্থাৎ "আমি তোমাদিগের সকলের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করিয়াছি এবং আমাদিগকে কেহ ঠেকাইতে পারে না তোমাদের ন্যায় অন্যদের তোমাদের স্থানে আনিতে এবং তোমাদিগকে এরূপ আকারে উদ্ভব করিতে, যাহা তোমরা এখন জান না। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি দেখিয়াছ। তবে কেন তোমরা চিন্তা কর না? তোমরা যাহা বপন কর তাহা কি দেখ? উহা হইতে কি তোমরা বৃক্ষ উদ্গত কর, না আমরা উদ্গত করি?" (সুরা—আল ওয়াকেয়া—২য় রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালা অত্র আয়াতে বীজ হইতে চারা ও উহা হইতে উদ্গত বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে ইহাই জানাইয়াছেন যে, আমরা মাতৃগর্ভে শুক্রকণ বীজের আকারে প্রবিষ্ট হইয়া যেভাবে পূর্ণদেহ ধারী মানবে পরিণত হইয়াছি, ঠিক অনুরূপভাবে বীজাকারে আমাদিগের আত্মার পরলোকে প্রবেশ হইয়া, পরলৌকিক দেহ ও জীবনলাভ ঘটিবে। এই কথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন,

كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فعلين

অর্থাৎ 'যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টি করি, অনুরূপ-ভাবে আমরা ইহার পুনঃ প্রবর্তন করিব। (ইহা)

এক ওয়াদা, যাহা আমাদিগের উপর বাধ্যকর। নিশ্চয় আমরা (এইরূপ) করিতেছি ও করিব।" (সুরা আম্বিয়া-৭ম রুকু)। প্রাকৃতিক নিয়মে যেভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক শুক্র হইতে মানুষ সৃষ্টি হইতেছে, তৎসাদৃশ্যে মৃত মানবের আত্মা হইতে মরণের ওপারে পারলৌকিক মানব সৃষ্টি হইতেছে এবং হইতে থাকিবে। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অমোঘ নিয়ম। মাতৃগর্ভে ভি, এন, এর পরিচয় দিতে যাইয়া ইতিপূর্বে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরলোকে আত্মা হইতে নব জীবনের উদ্ভবের আলোচনা কালে আমরা এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত বলিব। বীজ ও গাছের মধ্যে বাহ্যিক পরিচয় ও আকারে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলেও উভয়ের মূল সত্বায় যেমন মিল রহিয়াছে, তেমনি ইহ জীবন ও পর জীবনের মধ্যে পরিচয় ও প্রকারে অসীম প্রভেদ থাকিবে এবং ইহা সত্বেও এতদুভয়ের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য রহিবে। পৃথিবীতে মানবের সৃষ্টির এক স্তর যেমন মাতৃগর্ভে মূল জননকোষ হইতে পূর্ণদেহ শিশুর গঠন এবং দ্বিতীয় স্তর ভূমিষ্ঠ শিশু হইতে পূর্ণ প্রকাশিত যৌবন প্রাপ্ত মানব এবং যৌবন প্রাপ্ত মানব হইতে দায়ীত্ব ও উন্নতিশীল মানব, তেমনি পরলোকের পরিবেশে তাহার উক্ত তিন স্তরের প্রগতিশীল পুনঃ প্রবর্তন হইবে। সুতরাং ইহলোকের জীবনধারা দৃষ্টে আমাদিগকে পরলোকের জীবনধারা অনুধাবন করিতে হইবে।

৩। ঘুমের অবস্থা হইতে পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

الله يتوفى الانفس حين موتها
والتى لم تمت فى منامها ج فيمسك
التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى
الى اجل مسمى ط ان فى ذلك
لايت لقوم يتفكرون *

অর্থাৎ "আল্লাহ্ গ্রহণ করেন মানবাত্মাগুলিকে মৃত্যুর সময়ে; এবং যাহারা মারা যায় নাই তাহাদিগেরও আত্মাগুলিকে ঘুমের মধ্যে। এবং তৎপরে তিনি আটকাইয়া রাখেন সেইগুলিকে যাহাদিগের সম্বন্ধে মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন এবং অপরগুলিকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ফেরৎ দেন। ইহার মধ্যে নিশ্চয় নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীলগণের জন্য।" (সুরা--যুমার ৫ম রুকু)।

এই আয়াত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মৃত এবং সমস্ত ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মাগুলিকে আল্লাহ্-তায়ালা একই লোকে গ্রহণ করেন। সেই জন্য তিনি চিন্তাশীলগণকে ইহার মধ্যে নিদর্শন অনুসন্ধান করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। সে কোন্ নিদর্শন যাহা ইহার মধ্য হইতে ভাবিয়া আবিষ্কার করা যাইবে? হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এক হাদিস উক্ত আয়াতের ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "ঘুম মরণের ছোট ভাই।" যেহেতু মানবাত্মা সকল মৃত্যু এবং ঘুম উভয় অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে গৃহীত হয়, সেই জন্য মৃত্যু এবং ঘুমকে রূপকভাবে সহোদর বলা হইয়াছে। মৃত্যু আধ্যাত্মিক জগতে আত্মার অবস্থানকে চিরস্থায়ী করে, এই জন্য উহাকে বড় ভাই বলা হইয়াছে এবং ঘুমের মধ্যে আত্মার পরলোকে অবস্থান অস্থায়ী, সেই জন্য ইহাকে ছোট ভাই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমরা জানি ভাইয়ে ভাইয়ে চেহারা এবং চরিত্রে মিল থাকে। সুতরাং ঘুম যখন মৃত্যুর ছোট ভাই, তখন ইহাদের মধ্যে নিশ্চয় অবস্থার সাদৃশ রহিয়াছে। অতএব ঘুমের মধ্যেই পরলোকের অবস্থার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাই পরলোক সম্বন্ধে যাহারা চিন্তাশীল, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। পাঠক! ঘুমের মধ্যে

জ্ঞানলাভের কি উপাদান আছে, চিন্তা করুন। আমরা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি। এগুলিকে আমরা কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করি। অর্থশূন্য, মিথ্যা এবং সত্য। সত্য স্বপ্নগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের সংবাদ থাকে এবং সেগুলি আমাদিগের জীবনে প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু স্বপ্নে অক্ষর ও অক্ষর মিলান শব্দের পরিবর্তে ছবির ভাষা ব্যবহার হয়। ইহাকে রূপক-ভাষা বলে। ইহার তাবির বা রূপক-ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে হয়। স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্-তায়ালা স্বয়ং নবীগণকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন তাঁহার পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট তাঁহার দেখা এগার তারা এবং সূর্য ও চন্দ্রের সেজদা করার স্বপ্ন বর্ণনা করেন, তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেন—

وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك
من تاويل الاحاديث ويتم نعمته
عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها
على ابويك من قبل ابراهيم
واسحق ط ان ربك عليم حكيم ٥

অর্থাৎ "এই ভাবেই ঘটিবে (যেমন তুমি দেখিয়াছ)। তোমার প্রভু তোমাকে গ্রহণ করিবেন এবং তিনি তোমকে স্বপ্ন-ছবি-বাণী সমূহের ব্যাখ্যা শিখাইবেন এবং তিনি তাঁহার অনুগ্রহকে পূর্ণ করিবেন তোমার উপর এবং ইয়াকুবের পরিবারের উপর, যে ভাবে তিনি উহা পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার দুই পূর্ব পুরুষের উপর, ইব্রাহীম এবং ইসহাক। নিশ্চয়, তোমার প্রভু সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়।"

(সুরা ইউসুফ—১ম রুকু)।

সুতরাং এই আয়াত হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল, আল্লাহ্‌তায়ালাই নবীগণকে স্বপ্ন ছবি-বাণীর ব্যাখ্যা শিখাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুনিয়া জনসাধারণ শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। নবীগণের স্বপ্ন ওহির রঙে রঙীন, এবং তাঁহাদের সকল স্বপ্নই সত্য হয়। অন্যদের মধ্যে যে যত বেশী পরহেজগার, তাহার স্বপ্ন তত বেশী সত্য হয়। নবীগণ স্বপ্নের সর্বাপেক্ষা উত্তম তাবীরকারক। অন্যেরা আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অনুযায়ী স্বপ্নের তাবীর করিয়া থাকে। ঘুমের মধ্যে আমাদিগের আধ্যাত্মিক চোখ খুলিয়া যায় এবং তদ্বারা আমরা অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী দেখি। জড়দেহ লইয়া আমরা যেমন স্থানের উপর দিয়া যদেচ্ছা চলাফেরা করিতে পারি, আত্মা তেমনি ঘুমের মধ্যে সময়ের পৃষ্ঠদেশে আল্লাহতায়ালার অনুমতি মূলে যদেচ্ছা চলা ফেরা করিয়া উহার উপর সাজান ভূত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী দেখিতে পারে। তদনুযায়ী স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যোগে ভবিষ্যতের বিষয় দেখে। সাধুতা আধ্যাত্মিক চোখের লেন্সকে ঠিক রাখে। সেই জন্য সাধুগণের স্বপ্ন সত্য হয়। অসাধুতা আত্মার আধ্যাত্মিক চোখের লেন্সকে বিকৃত করিয়া দেয়। ফলে বিকৃত লেন্স যোগে আমরা যেমন বাহ্যদৃষ্টি দিয়া কোন বস্তুকে অর্থশূন্য, ভুল এবং এলোমেলো দেখি, সেইরূপ আধ্যাত্মিকতাহীন ব্যক্তি স্বপ্নে আসল বিষয়কে অর্থশূন্য আকারে দেখে এবং মিথ্যা হয়। পক্ষান্তরে সাধু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি ঠিক থাকায়, তাহাদিগের স্বপ্ন সত্য হয়। বিকৃত লেন্সের কোন ক্ষুদ্র অংশ ঠিক থাকিলে যেমন, সেই অংশের মধ্য দিয়া দেখা বস্তু আসল আকারে দেখা যায়, সেইরূপ অনাধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণেরও বিকৃত অন্তর চক্ষুর কোন কোন অংশ ঠিক থাকায় তাহাদের কোন কোন স্বপ্ন সত্য হয়। বস্তুতঃ সত্য স্বপ্নের গবেষণা সাধুগণের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহলোক হইতে ইহারই দর্পণেপর লোকের পরিচয় লাভ সম্ভব।

৪। পরলোকের বর্ণনা রূপকের ভাষাল্প। পার্থিব বিষয় বা বস্তুর উল্লেখ পরলোকের অবস্থা প্রকাশের জন্য ভাষা স্বরূপ।

কোন বিষয়, বস্তু বা মনের ভাব প্রকাশ করিতে আমরা জানা, সর্বস্বীকৃত ও ব্যবহারিক বর্ণমালা, শব্দ ও

পরিভাষার ব্যবহার করিয়া থাকি। পরলোককে বুঝিতে ও বুঝাইতে আমাদিগের অনুরূপ উপাদানের প্রয়োজন। সে উপাদানের উৎসের সন্ধান আমি উপরে দিয়াছি। আমাদিগের স্বপ্নরাজ্যেই উহার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রক্ষিত আছে। ঐ সকল উপাদান স্বপ্ন-ছবির মধ্যে থাকে। তবে স্বপ্ন-ছবিতে বর্ণিত বস্তু বা বিষয়কে স্ব আকারে না বুঝিয়া আমাদিগকে রূপকে বুঝিতে হয়। এই রূপকের ভাষাই পরলোকের বর্ণনার ভাষা। স্বপ্নে দ্রষ্ট বিষয় বা বস্তু পরলোকের অবস্থা প্রকাশের জন্য ভাষা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুণ্যাত্মাগণকে কাজের পুরস্কার স্বরূপ যখন বেহেস্তে পুরস্কার দান করা হইবে তখন তাহারা বলিবেঃ

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل واتوا به متشبها ط

অর্থাৎ 'যখনই তথা হইতে তাহাদিগকে কোন আহার্য ফল দেওয়া হইবে, তখন তাহারা বলিবেঃ 'ইহা সেই (খাদ্য), যাহা আমাদিগকে পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের জন্য দান সদৃশে আনা হইবে।" (সুরা বকর—৩য় রুকু)।

উপরুক্ত আয়াতে "সদৃশ" শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। এই "সদৃশ" শব্দই পরলোকের রূপক বর্ণনার পরিচয়কে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। শব্দ দিয়া আমরা যেমন পার্থিব বস্তুর পরিচয় দিই। আল্লাহ্তায়ালা তেমনি পার্থিব বস্তুর ছবিকে ভাষারূপে ব্যবহার করিয়া পরলোকের অবস্থা রূপকে প্রকাশ করেন। এইরূপ রূপক ছবির ভাষা ব্যবহারের মধ্যে যে গভীর জ্ঞান ও তত্ত্ব নিহিত আছে, আমরা তাহার আলোচনা যথা স্থানে করিব।

৫। পরলোক স্থান ও কালের গণ্ডি হইতে মুক্ত।

জড় জগত স্থান ও কালের গণ্ডি দ্বারা আবদ্ধ; কিন্তু পরলোক স্থান ও কালের গণ্ডি হইতে মুক্ত। সে রাজ্য সীমাহীন এবং কাল সেখানে গতিহীন। পাঠক, এ সত্যের পরিচয় আমাদিগের নিকটেই আছে। আমাদিগের জড় দেহ সদা স্থান ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ; কিন্তু মন, যাহা আমাদিগের আত্মার পা ও পাখা স্বরূপ, স্থান ও কালের উর্ধে অবস্থিত। স্বপ্ন রাজ্যেও আমাদিগের আত্মা স্থান ও কালের গণ্ডির উর্ধে বিচরণ করে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে যথা স্থানে করিব।

পাঠক! উপরুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় বর্ণনা করিয়া এখন আমি পরলোকের আলোচনা আরম্ভ করিব।

মরণ উষা

সূর্যোদয়ের নির্দিষ্ট সময় পূর্বে যেমন উদয় তোরণে আলোকের রেখা আসিয়া লাগে এবং চরাচরে জাগরণের সাড়া উঠে, তেমনি মরণ সন্নিকট যাত্রীর মনের তোরণে পূর্ব হইতে মৃত্যুর আলোক আসিয়া স্পর্শ করে এবং মৃত্যু-দূতের পদধ্বনী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। পুণ্যাত্মাগণের নির্মল মনে ইহা আনন্দের সংবাদ বহিয়া আনে এবং পাপাচারীগণের কলুষ জর্জরিত মনে অন্ধকার ও ভীতি ডাকিয়া আনে। স্বপ্ন, ইলহাম, কাশফ অথবা অশুভ লক্ষণ দ্বারা পূর্ব হইতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণের নিকট ওপারের ডাকের পূর্বাভাষ দেওয়া হয়। নবী রসুলগণের নিকট এ সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় জানান হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জীবরাইল (আঃ) প্রত্যেক বৎসর রমজান মাসে একবার করিয়া কুরআন করীম শুনাইতেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ বছর রমজান মাসে দুইবার কোরআন করীম শোনান এবং রূপক ভাষায় জানান যে তাঁহার পরলোক যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইহার পর একদিন খোতবায় জানান যে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে এখন পরলোক যাওয়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

করায় তিনি সম্মতি জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার অল্পকাল পরে তিনি ইহলোকে ত্যাগ করেন।

انا لله وانا اليه راجعون

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে তাঁহার মৃত্যুর আড়াই বৎসর পূর্বে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকে এক পরিষ্কার গ্লাসে আড়াই গণ্ডুষ স্বচ্ছ পানির আকারে দেখান এবং তাঁহার মৃত্যুকাল যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তত ঘন ঘন এ সম্বন্ধে তাঁহার উপর ইলহাম হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯০৮ সালের ২০শে মে তারিখে তাঁহার উপর ইলহাম হয়—

الرحيل ثم الرحيل والموت قريب

অর্থাৎ "তোমার যাত্রার সময় নিকটবর্তী, হাঁ, তোমার যাত্রার সময় নিকটবর্তী এবং মৃত্যু সন্নিকট।" ইহার ছয় দিন পরে ২৬শে মে তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।

انا لله وانا اليه راجعون

বিশেষ নেক বান্দাগণের নিকটও আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগের মৃত্যুর অগ্রিম সংবাদ দিয়া থাকেন। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ—

اذا اقترب الزمان لم يكد مكذب رؤيا المؤمن

অর্থাৎ "যখন (মৃত্যুর) সময় ঘনাইয়া আসে তখন মোমেনের স্বপ্ন কচিৎ মিথ্যা হয়।" বুখারী ও মুসলিম।

বাকি ভালমন্দ সাধারণ মানুষের নিকট বিভিন্ন প্রকারের স্বপ্ন, দৃশ্য বা লক্ষণাদির দ্বারা তাহাদিগের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ জানান হয়। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিরেকে তাহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের নিকটও কোন কোন সময় স্বপ্নে তাহার মৃত্যুর ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এই ইঙ্গিতগুলি স্বপ্নে বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে জানান হয়। যথা :— নূতন গৃহ নির্মাণের দৃশ্য, ভোজের মজলিস, বিবাহ উৎসব, বিবাহ করা, বিধবা হইতে দেখা, সধবার বিবাহ হইতে দেখা, স্ত্রীলোকের মাথার আঁচল উড়িয়া যাওয়া, মুখ হইতে দন্ত স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়া, নিরুদ্দেশ যাত্রা, মৃতের ডাকে তাহার পিছনে পিছনে যাওয়া ইত্যাদি। এইসব সংবাদের ভাষা কখনো কেহ পূর্বাহ্নে বুঝে অথবা যাহারা বাঁচিয়া থাকে. তাহারা পরে বুঝে। বিশেষ করিয়া যখন স্বপ্নে সংবাদ দেওয়া হয়, তখন স্বপ্নের তাবির করিয়া উহার অর্থ বুঝিতে হয়। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই কিছু আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। স্বপ্নের ভাষা আধ্যাত্মিক হওয়ায়, অধিকাংশ সময়ে উহার সঠিক মর্মগ্রহণে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জন-সাধারণ সমর্থ হয় না। কিন্তু তবুও এসব স্বপ্ন হৃদয়ে বিশেষ দাগ কাটিয়া মনের মধ্যে এক উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়া দিয়া যায়।

মৃত্যুকে এড়ান যায় না। কিন্তু বিলম্বিত করা যায়। যখনই এরূপ কোন স্বপ্ন কেহ দেখে, তখন বিশেষ দোয়া, সদকা, খয়রাৎ এবং কোন প্রাণী জবেহ করিয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলে, মৃত্যুর সময় বিলম্বিত হইয়া যায়। এই সকল পুণ্য কর্মের জন্য আল্লাহতায়ালা তাহার জীবনের মেয়াদ বাড়াইয়া দেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,

لا يرد القضاء الا بالدعاء

অর্থাৎ "নির্ধারিত আদেশ পরিবর্তীত হয় না, পরন্তু দোয়ার দ্বারা।" সাক্ষাৎ দোয়া অথবা সদকা খয়রাৎ ইত্যাদির সাহায্যে পরোক্ষ দোয়া, উভয়ই আল্লাহ-তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য। স্বপ্ন, নেক ও হিতৈষী ব্যক্তি ছাড়া অপরের নিকট বলিতে নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,

لا تقصها الا على واد او ذى راى

অর্থাৎ "উহা (স্বপ্ন) বন্ধু অথবা জ্ঞানী জন ছাড়া অপরের নিকট বর্ণনা করিও না।" (আবু দাউদ)।

স্বপ্নের মঙ্গলজনক ব্যাখ্যা করিতে হয়। ব্যাখ্যাকারীর এইরূপ ব্যাখ্যাস্থিত সদিচ্ছা দোয়ার কাজ করিয়া ইষ্টকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সুদৃঢ় করিয়া দেয় এবং অনিষ্টকে রদ

করিয়া বা বিলম্বিত করিয়া দেয়। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক সম্যক বুঝিতে পারিবেন। এক সাহাবী জেহাদে গিয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রী স্বপ্নে দেখে যে একটা ঝড় আসিয়া তাহার মাথার কাপড় উড়াইয়া দিল। সে হযরত রসুল করীম(সাঃ) এর নিকট ইহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন যে, তাহার স্বামী নিরাপদে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবেন। কয়েকদিন পরে সত্যই তাহার স্বামী নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় তাহার স্বামী আর এক জেহাদে গেলে, সে অনুরূপ স্বপ্ন দেখে এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সাহাবীও জেহাদ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসেন। সেই সাহাবী তৃতীয়বার জেহাদে গেলে তাঁহার স্ত্রী আবার সেই স্বপ্ন দেখে। এবার হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দেখা না পাইয়া সে হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট ঐ স্বপ্নের উল্লেখ করে। হযরত উমর (রাঃ) জানাইলেন যে তাহার স্বামী যুদ্ধে মারা যাইবে। কয়েকদিন পরে যেই সাহাবীর শাহাদাতের সংবাদ আসিল। এই ঘটনা জানিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-হযরত উমর (রাঃ)-কে তিরস্কার করেন যে তিনি কেন উহার মঙ্গলপ্রদ ব্যাখ্যা করেন নাই।

মাথার কাপড় স্ত্রীলোকের জন্য লজ্জা ঢাকিবার ও সম্মানের উপকরণ। স্ত্রীলোকের সংসার জীবনে স্বামী এই স্থানই অধিকার করিয়া থাকে। তদনুযায়ী স্ত্রীলোক স্বপ্নে মাথার কাপড় উঠিয়া যাইতে দেখিলে সে অচিরে স্বামীহারা হইবে জানিতে হইবে। পক্ষান্তরে পুরুষ মানুষ স্বপ্নে চটি জুতা হারাইতে দেখিলে তাহার ভাবী স্ত্রীবিয়োগ হইবে জানিতে হইবে। সদা সেবিকা হিসাবে স্বপ্নে চটি জুতা স্ত্রীকে বুঝায়। কিন্তু পুরা জুতা জীবিকা বা পেশাকে বুঝায়। স্বপ্নে ইহা হারাইলে জীবিকা বা পেশা নষ্ট হয়। স্বপ্নের তাবির করিতে স্বপ্ন ছবির ভঙ্গি ও উহার সহিত সংযুক্ত তৎকালীন মনের ভাবকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ একই ছবি বিভিন্ন ভঙ্গি ও ভাবে বিভিন্ন অর্থ দেয়।

যাত্রার প্রাক্কালে

যখন পরলোক যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসে, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে পরলোকগামী আত্মার অজানার ভয় ও সংকোচকে দূর করিয়া তাহার নব জগতের প্রবেশকে সহজ করিতে মৃত্যু দূত আসিবার পূর্বে পরলোকগত জানা প্রিয়জনের আত্মা ও ফেরেস্তাগণের দ্বারা তাহার অভর্থনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আসন্ন মৃত্যুর সময় যাত্রীর ওপারের দৃষ্টি ভোরের আলোকে দূরের দ্রব্যকে ঝাপসা ঝাপসা দেখার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে খুলিতে থাকে। তখন সে আপন পরলোকগত প্রিয়জন বা ফেরেস্তাকে দেখিতে পায়। মুমূর্ষ ব্যক্তি, সচেতন থাকিলে, তাহাদিগের উপস্থিতির কথা মাঝে মাঝে বলিতে থাকে। তখন যাহারা তাহার পাশে সেবারত থাকে বা তাহাকে দেখিতে আসে, তাহারা তাহার ঈদৃশ কথাকে "ভুল বকিতেছে" আখ্যা দেয়। জীবনে হয়ত সে অনেক ভুল বলিয়াছে, কিন্তু নিত্য ও সত্য জগতের সিংহারে পা দিয়া সে এখন আর ভুল বকিতেছে না। সে যাহা বলিতেছে তাহাই পরম সত্য। প্রেমময় আল্লাহ্তায়ালার প্রেমপূর্ণ ব্যবস্থা। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার প্রাক্কালে যেমন প্রিয়জন নবাগতের জন্য স্নেহের ডালি লইয়া পূর্ব হইতে অপেক্ষামান থাকে ইহা যেন তদ্রূপ।

পুরান আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে।
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই॥

মাতৃগর্ভে প্রবেশকালে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার কালে আল্লাহ্তায়ালার যে বিধান কার্যকরী, মরণ সময়েও সেই প্রেমপূর্ণ ব্যবস্থা তাঁহার।

পুণ্যাত্মার সহিত পুণ্যাত্মার সখ্য এবং অনাচারীর সহিত অনাচারীর সখ্য হয়। তদনুযায়ী মরণ সময়ে পুণ্যাত্মার অভ্যর্থনার জন্য পরলোকগত পুণ্যাত্মা এবং জ্যোতির্ময় ফেরেস্তার আগমন হয় এবং অনাচারীর জন্য কুৎসিৎরূপ প্রাপ্ত পরলোকগত অনাচারী প্রিয়জন ও কুৎসিৎ ও ভীতিপ্রদ চেহারার ফেরেস্তার আবির্ভাব হয়। ফলে পুণ্যাত্মাগণের হৃদয় শান্ত হয় এবং অনাচারীগণ ভীত ত্রস্ত হয়। ইহা তাহাদিগের আপন আপন কর্মফলের সূত্রপাত মাত্র। ইহার বিস্তারিত আলোচনা যথা সময়ে আসিবে।

মরণ সময়ে নেক বান্দাগণের প্রশান্তি ও আশ্বস্তির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা পরম যত্নশীল। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মেরাজের ঘটনার মধ্য দিয়া ইহার পরিচয় পাই। মেরাজ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর চরম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান ছিল। ইহাও স্বপ্নজাতীয় ছিল; কিন্তু ইহা অতীব উচ্চাঙ্গের ছিল। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া পরলোকে বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যবহারের পূর্ব নিদর্শন রহিয়াছে। যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) আরশে পৌঁছেন, তখন ভীতি অনুভব করেন। তৎক্ষণাৎ আরশের মধ্য হইতে আবু-বকর (রাঃ)-এর কণ্ঠে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাক শুনিলেন। অমনি তাহার আত্মা প্রশান্তিতে ভরিয়া গেল। মক্কা হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার ধর্মপথে হিজরত কালীন পরম সঙ্গী অপেক্ষা ভয়ের সময়ে আর কাহার ডাক তাঁহার কর্ণ ও হৃদয়ে অধিক মধুরে ধ্বনিত হইবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا

"আল্লাহ্‌র পরে কাহাকেও সব থেকে প্রিয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে হইলে, আমি আবুবকরকে গ্রহণ করিব।" (বুখারী ও মুসলেম)। যাহা হউক হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সন্ধান জানিতে চাহিলেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে জানান যে, তিনিই তাঁহাকে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কণ্ঠে ডাক দিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার ভীতির ভাব দূরীভূত হয়।

মরণ সন্ধিক্ষণে

ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শিশু যেমন হস্তপদ কম্পিত করিয়া পড়িয়া যাইবার ভয়ে আঁৎকিয়া কাঁদিয়া উঠে, মরণ মুহূর্তে তেমনি পরলোকগামী ভীতির সহিত হাঁপাইয়া উঠা, মুখ চোখ কম্পিত করা এবং হস্তপদ নাড়া স্বাভাবিক। শিশু মাতৃগর্ভে দীর্ঘকাল চারিদিকে পরিবেষ্টনকারী এক তরল পদার্থ-পূর্ণ থলির মধ্যে থাকিয়া যখন বেষ্টন মুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তখন বন্ধন হারা হইয়া, সে অবলম্বন-হীনতার ভয়ে ভীত ও আড়ষ্ট হইয়া উঠে। নবজাত শিশু মাতৃগর্ভের আবেষ্টন হইতে বাহ্যতঃ বন্ধনমুক্ত মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহাকে আর এক সূক্ষ্মতর জড় বন্ধন আসিয়া পরিবেষ্টন করে। চারিদিকে বায়ু এবং তলদেশে মাটি তাহাকে যথাক্রমে নূতন পরিবেষ্টন এবং অবলম্বন দেয়। বায়ু তরল পদার্থের স্থান অধিকার করে এবং থলির তলে মাতৃদেহের অবলম্বনের স্থান মাটি দখল করে। এই নূতন পরিবেশে পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সামান্য নাড়া দিলেই শিশুর আড়ষ্ট হইয়া উঠার ভাব কিছু দিন পর্যন্ত থাকে। মাতৃগর্ভের জগত হইতে পার্থিব জগতে আসিয়া দেহের বাঁধনে আবদ্ধ এবং বায়ুর সমুদ্রে নিমজ্জমান থাকিয়া নীচে মাটির অবলম্বনে ভূ-পৃষ্ঠে স্থিতিশীল থাকায় বহুকাল যাবৎ অভ্যস্ত আত্মা যখন সহসা সকল জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন তাহারও অবলম্বন-শূণ্যতার দরুণ স্বাভাবিক ভীতির ভাব বিভিন্ন অঙ্গে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনেকে মৃত্যুর পূর্বে যথেষ্ট সময় ধরিয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। লোকে ইহা দেখিয়া তাহাকে পাপী বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু এরূপ

ধারণা করা ভুল। কারণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-ও মৃত্যুর পূর্বে বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "অতএব আমি রসুল (সাঃ)-এর পরে আর কাহারও মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া ভীত হইব না।" (বুখারী)

অনেক পাপী বিনা কষ্টভোগে মারা যায় এবং পুণ্যবান বহু কষ্টভোগ করিয়া মারা যায়। মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করার সহিত পাপী বা পুণ্যাত্মা হওয়ার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। পাপের শাস্তি বা পুণ্যের পুরস্কার পরলোকে হয়। এই জড়দেহের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই। পরন্তু আত্মার সহিত উহার সম্বন্ধ। ইহার আলোচনা যথা সময়ে আসিবে।

পরলোকে প্রবেশ

এখন আমরা যে জগতে প্রবেশ করিতেছি সেখানের যমীন এবং আসমান, বস্তু ও পরিবেশ সকলই স্বতন্ত্র। সেখানের সব কিছু বুঝা বা বুঝান সম্ভবপর নহে। পরলোক সম্বন্ধে হাদিসে বর্ণিত আছে,

قال الله تعلى اعددت لعبادى الصالحين
مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر

অর্থাৎ 'মহান আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ আমার নেক বান্দাগণের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই এবং মানবের হৃদয় তাহা কল্পনা করে নাই।" (বুখারী ও মুসলেম)। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন,

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم قرة
اعين ج جزاء بما كانوا يعملون

অর্থাৎ "অতঃপর কোন আত্মা জানে না তাহাদের জন্য কি লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, যাহা তাহাদিগের চক্ষুকে স্নিগ্ধ করিবে, পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগের কৃত কর্মের।" (সুরা, আস-সিজদা, ২য় রুকু)।

সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর উপরুক্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া বিষয়বস্তু আলোচনা করিতে ও বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে সূত্রগুলি বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি সেইগুলির সাহায্য লইতে হইবে।

ইহ জগতের বিষয়বস্তু বুঝিতে ও বুঝাইতে আমরা যেমন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন চিহ্ন স্থির করিয়া লইয়াছি, যেগুলিকে আমরা বর্ণমালা ও শব্দ ইত্যাদি বলিয়া থাকি, কিন্তু লিখিত শব্দ ও লাইনগুলি যেমন বর্ণিত বস্তু বা বিষয় নহে, তেমনি পরলোকের জন্য ইহ জগতের বস্তু ও বিষয়গুলি পরলোকের বিষয় বুঝিবার জন্য বর্ণমালা ইত্যাদি স্বরূপ। সুতরাং পরলোকের বর্ণনায় যখন ইহজগতের কোন বস্তু বা বিষয় স্বপ্নে দেখান হইবে বা উহাদের নাম বলা হইবে, তখন উহাদেরকে আসল বিষয় বা বস্তু মনে না করিয়া, আসল বস্তু বা বিষয়ের প্রকাশের ভাষা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মনোভাব প্রকাশের জন্য যখন প্রথম লেখার প্রণালী উদ্ভাবন করা হয়, তখন ছবি আঁকিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা হইত। পরে ছবিগুলির সাংকেতিক চিহ্ন করিয়া বর্ণমালার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন বর্ণমালার প্রবর্তন করে। চীনা ও জাপানীরা আজও ছবির ভাষাই ব্যবহার করে। তাহারা এখনও বর্ণমালার প্রবর্তন করে নাই। পরলোকের ভাষা ছবির ভাষা, যাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া মুল বিষয়কে ধারণা করিতে হয়।

আমি সূত্র বর্ণনা কালীন বলিয়াছি যে আমাদিগের পারলৌকিক জীবন ইহ জীবনের সাদৃশে পুনঃ প্রবর্তিত হইবে। তদনুযায়ী মাতৃগর্ভ হইতে এই পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় প্রসূতি-কক্ষে স্নেহশীলা ধাত্রী ও প্রিয়জনেরা যেমন তাহাকে স্নেহের ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, তেমনি দেহ ত্যাগ করিয়া আত্মা যখন পরলোকে প্রবেশ করে, তখন স্নেহশীলা

ধাত্রীর রূপে মৃত্যুদূত এবং ফেরেস্তাগণ ও ইহজগতের বিগত প্রিয়জন তাহাকে সাদরে গ্রহণ করে। জন্মদাতা ও জন্মদায়ীণী পিতামাতার সহিত স্নেহ মমতার সম্বন্ধ-বিশিষ্ট প্রিয়জন যেমন প্রসূতি-কক্ষে নবজাত শিশুকে বরণ করে, তেমনি পরম পিতা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিনিধি হিসাবে ফেরেস্তাগণ পরলোক প্রবেশকারী আত্মাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসে এবং মৃতের ইহজগতের বিগত প্রিয়জনেরা তাহার আত্মার অজানা জগতের প্রবেশকে নির্ভয় ও প্রীতিপূর্ণ করিতে উপস্থিত থাকে। ধাত্রী যেরূপ প্রসূতির শিয়রে বসিয়া তাহাকে আশ্বাস দেয় এবং তাহার সহজ প্রসবের ব্যবস্থা করে, মৃত্যুদূতও পূণ্যশীল মরমুখ ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রসব করাইবার জন্য তাহার শিয়রে বসিয়া আশ্বাসবাণী শুনাইতে থাকে। এ সমন্ধে বারাআবিন আজব বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদিস আছে। উহার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা হইতে সামঞ্জস্যটি পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন.

ان العبد المؤمن اذا كان فى
انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة
نزل اليه ملائكة من السماء بيض
الوجوه كان وجوههم الشمس معهم
كفن من اكفان الجنة وحنوط من
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر۔

ثم يجيئ ملك الموت عليه السلام
حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها
النفس الطيبة اخرجى الى مغفرة من
الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما
القطرة من السقاء فياخذها فاذا
اخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين
حتى ياخذوها فيجعلوها فى ذالك
الكفن وفى ذالك الحنوط

অর্থাৎ "নিশ্চয় যখন বিশ্বাসী দাসের ইহলোক পরিত্যাগের সময় নিকটবর্তী হয় এবং সে পরকালগামী হয়, তখন সূর্যের ন্যায় সমুজ্জল শুভ্র মুখ বিশিষ্ট ফেরেস্তাগণ স্বর্গ হইতে কাফন এবং সুগন্ধী আনয়ন করে এবং অদূরে তাহার দৃষ্টির সীমার মধ্যে উপবেশন করে। তাহার পর মৃত্যুর দূত আসে এবং তাহার শিয়রে উপবেশন করে এবং বলে, 'হে পবিত্র আত্মা। আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির দিকে আগাইয়া এসো।' তখন (মালাকুল মওতের কথা শ্রবণ করিয়া) পেয়ালা হইতে পানির বিন্দু যে ভাবে গড়াইয়া পড়ে, সেইভাবে উহা (আত্মা) বাহির হইয়া আসে। তখন সে (মালাকুল মওত) উহা হস্তে তুলিয়া লয়। চক্ষের পলকে ফেরেস্তাগণ উহাকে তাহার হস্ত হইতে লইয়া কাফন এবং সৌরভের মধ্যে রাখে। তখন উহা হইতে ভূ-পৃষ্ঠ লব্ধ অতীব মনোমুগ্ধকর মৃগনাভীর ন্যায় সুগন্ধী বাহির হইতে থাকে।" (মেশকাত)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্যও এই ব্যবস্থা ছিল। মেশকাতে বাইহাকী বর্ণিত এক লম্বা হাদিসে ইহার উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে জীবরাইল (আঃ) তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মাকে গ্রহণ করিবার জন্য ইসমাইল নামধারী মৃত্যুদূতকে সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের মৃত্যুর সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে ভাল আত্মাদের জন্য যেমন ভাল পরিবেশ, মন্দ আত্মার জন্য মন্দ পরিবেশ। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন।

وان العبد الكافر اذا كان فى انقطاع
من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم
المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم

يجيء ملك الموت ثم يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض

অর্থাৎ "একজন অবিশ্বাসী যখন ইহলোক ছাড়িয়া পরলোক যাইতে উদ্যত হয়, তখন কুৎসীত চেহারার ফেরেস্তাগণ কাফন হস্তে আকাশ হইতে নামিয়া আসে। তাহারা অদূরে দৃষ্টির সীমার মধ্যে উপবেশন করে। পরে মৃত্যু দূত আসে। সে ঐ ব্যক্তির শিয়রে উপবেশন করে এবং বলে, 'হে অপবিত্র আত্ম! আল্লাহ্‌র ক্রোধের দিকে আগাইয়া এস।' তখন উহা তাহার দেহ হইতে বাহির হইয়া আসে। মৃত্যুদূত তখন তাহাকে ছিনাইয়া লয় যে ভাবে একটি লৌহ শলাকাকে ভিজা উল হইতে খসাইয়া লওয়া হয়। তখন সে তাহাকে হস্তে ধারণ করে। চক্ষুর পলকে ফেরেস্তাগণ তাহাকে তুলিয়া কাপড়ে রাখে। তখন উহা হইতে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্গন্ধময় পচা লাশের গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হইয়া আসে।" (মেশকাত)।

এই হাদিসে ভাল এবং মন্দ উভয় শ্রেণীর আত্মার মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, উহা পাঠে আমাদিগের মনে ইহলোকের প্রসূতি গৃহের ছবি ভাসিয়া উঠে। এখানে কাপড় সুগন্ধি এবং দুর্গন্ধ শব্দগুলি রূপকে ব্যবহৃত হইয়াছে।

يبني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ط ولباس التقوى لا ذلك من آيت الله لعلهم يذكرون ○

অর্থাৎ "হে আদম সন্তানগণ! তোমাদিগে লজ্জা ঢাকিবার ও সৌন্দর্যের জন্য আমি পোষাক অবতীর্ণ করিয়াছি; কিন্তু তাক্‌ওয়া সর্বাপেক্ষা উত্তম পোষাক। ইহা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি, যেন তাহারা স্মরণ করে।" (সুরা আরাফ—৩য় রুকু)

পোষাক যেভাবে একদিকে আমাদিগের লজ্জা-স্থানকে আবৃত করে ও অপরদিকে আমাদিগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া জনসমাজের চক্ষে সম্মানের পাত্র করে, তেমনি পরহেজগারী আমাদিগের শত শত দোষ ত্রুটি ভরা জীবনের উপর আবরণ ফেলিয়া জনগণের অন্তর চক্ষে আমাদিগকে সম্মানের পাত্র করে। সুতরাং জড় দেহের জন্য কাপড় যেরূপ, আত্মার জন্য তাক্‌ওয়া সেইরূপ। পরহেজগারী উত্তম কাপড়ের তুল্য এবং উহার অভাব অর্থাৎ অনাচার, ময়লা ও দুর্গন্ধময় কাপড়ের সঙ্গে তুলনীয়। অতএব পরলোকের ব্যাপারে যখন উত্তম কাপড়ের উল্লেখ হইবে, তখন উহা জড় জগতের ন্যায় কাপড় না হইয়া তাক্‌ওয়াকে বুঝাইবে। পরলোকের ভাষার ইহা একটি দৃষ্টান্ত এবং এইভাবে অপরাপর কথারও অর্থ করিতে হইবে। আল্লাহ্‌-তায়ালা সেই কথা আলোচ্য আয়াতের "ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি, যেন তাহারা স্মরণ করে" অংশে বর্ণিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে সুগন্ধি, সৎকাজের সুখ্যাতিকে বুঝাইবে এবং দুর্গন্ধ, অসৎকাজের কুখ্যাতিকে বুঝাইবে। সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ উভয়ই বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তেমনি সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি উভয়ই লোকমুখে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং পরলোকে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, যথাক্রমে মৃত ব্যক্তির সৎকাজের সুখ্যাতি এবং অসৎকাজের কুখ্যাতিকে বুঝাইবে।

সুতরাং ইহজগতের সৎকর্ম পরলোকে আত্মার দৃষ্টিতে উত্তম পোষাকের আকার ধারণ করিবে এবং ইহ জগতের সৎকর্মের সুখ্যাতি পরলোকে আত্মার নাকে সৌরভে রূপান্তরিত হইবে। বিভিন্ন রকমের সৎকর্ম

বিভিন্ন রকমের আধ্যাত্মিক পোষাকে পরিণত হইবে এবং বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সৌরভের ন্যায় বিভিন্ন সৎকর্মের সুখ্যাতি বিভিন্ন সৌরভে পরিণত হইবে। শিশু ইহজগতে ভূমিষ্ট হইলে যেমন যমীন তাঁহাকে অবলম্বন দেয়, আত্মা দেহচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তার হাত আসিয়া তাহাকে অবলম্বন দেয়। ইহ জগতে জড়শিশুর জন্য যেমন জড় অবলম্বনের ব্যবস্থা, মৃত্যুর পর তেমনি অশরীরী আত্মার জন্য অশরীরী ফেরেস্তার অবলম্বন। আশা করি পাঠক এখন আলোচ্য হাদিসের মর্ম অবগত হইয়াছেন।

কিন্তু তকওয়ার পোষাক ও উহার সৌরভের প্রকৃত স্বরূপ যে কি এবং কিভাবে ঐ সুবাসিত পোষাক দিয়া আত্মাকে আচ্ছাদিত করা হইবে এবং উহার পর সেই দৃশ্যের স্বরূপ যে কি হইবে এবং আত্মা ও ফেরেস্তার স্বরূপ কি হইবে তাহা মন দিয়া অনুভব করিবার বিষয়। পুণ্যকর্ম করিলে মনে যে জলুস উঠে এবং মন আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দে যেভাবে ভরপুর হইয়া উঠে, উহাই পরলোকে আধ্যাত্মিক দেহের পোষাক ও সৌরভের রূপ পরিগ্রহ করে। সেই পোষাক ও সৌরভ অভিজ্ঞতা দ্বারা কেবল অনুধাবনেরই যোগ্য। এপার হইতে ঐ বিষয়গুলি বুঝিবার বা বুঝাইবার আর কোন উপায় নাই। ময়লা কাপড়, দুর্গন্ধ ইত্যাদির সম্বন্ধেও একই কথা। তবে এতটুক সুস্পষ্ট যে সুন্দর সুবাসিত পোষাক, সুরূপ ফেরেস্তা ইত্যাদি যেরূপ আনন্দের উপকরণ, ময়লা কাপড় ইত্যাদি তেমনি দুঃখ ও কষ্টের কারণ হইবে।

সৃষ্টির পুনঃ প্রবর্তনের কিঞ্চিৎ পরিচয়

আমার বক্তব্যে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি, উহা হইতে সৃষ্টির পুনঃ প্রবর্তন সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার প্রতিজ্ঞার যে পরিচয় পাইলাম, তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব, যাহাতে পাঠকের মস্তিষ্কে বিষয়টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং পরের ঘটনাবলী বুঝিতে সহায়ক হয়।

পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন, মৃত্যুর সময় আত্মা পেয়ালা হইতে পানির বিন্দুর ন্যায় গড়াইয়া পড়ে। এখন চিন্তা করুন, আমরা যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই, তখনও আমরা পাতলা আঠাল পানির সহিত মাতৃ-জঠর হইতে গড়াইয়া যমিনে পড়ি। আরও চিন্তা করুন, শুক্রকীট পিতৃদেহ হইতে গড়াইয়া পানির ন্যায় মাতৃ-জরায়ুতে গিয়া পড়ে। শুক্র-কীটকে মাতৃ-জরায়ুতে আচ্ছাদন দিবার জন্য পূর্ব হইতে সৃষ্ট ডিম্বকোষ প্রস্তুত থাকে এবং উহার নিরাপত্তার জন্য ডিম্বকোষ পর্যন্ত পথ এসিড সিক্ত থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতে তাহার জন্য আচ্ছাদনের কাপড় চোপড় ও এন্টিসেপ্টিক ঔষধ দ্বারা ধৌত করণের বন্দবস্ত থাকে। মরণে আত্মার আচ্ছাদনের জন্য ফেরেস্তা সুবাসিত তকওয়ার কাপড় লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। পাঠক! জীবনের প্রত্যেক নব সৃষ্টির উদ্বোধন কি একই রঙে রঙিন নহে? ইহাই সৃষ্টির পুনঃ প্রবর্তনের এযাবৎ আলোচিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয়। তবে আত্মার জলবিন্দুবৎ গড়াইয়া পরলোকে পড়ার অর্থ আত্মাকে জলের বিন্দু মনে করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পানিকে জীবনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মার পানির মত গড়াইয়া পড়ার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

যে জীবন একদিন শুক্রকীটের মধ্যে কণার আকারে সুপ্ত ছিল, উহা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিবর্ধন লাভের সহিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঐশী জ্যোতিঃ-র স্পর্শে দিপীত হইয়া মহাজীবনের সম্ভাবনার অভিষেক লাভ করে। মরণে উহা শেষ না হইয়া অনন্ত জীবনের জগতে এক অমর জীবনকণা হিসাবে প্রবেশ করে। ইহাই আত্মার জলবিন্দুবৎ পরলোকে গড়াইয়া পড়ার অর্থ।

(ক্রমশঃ)

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম ভাগ

উপক্রমণিকা

'কাদিয়ানি রদ' পুস্তকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে সুর গাহিয়াছে, এই পঞ্চম ভাগে উহা আরও পঞ্চমে চড়িয়াছে। তাঁহার জ্ঞান ও মানসিকতার প্রকৃত স্বরূপ আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "মীর্যার গুপ্ত রহস্য" এই শীর্ষ দিয়া তিনি পঞ্চম ভাগ আরম্ভ করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদের আবির্ভাবে বক-ধার্মিকতার পরদা ফাঁক হইয় যাইতেছে, তাই তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম-পেশা পুরোহিতদের গোস্বা চরমে পৌঁছিয়াছে। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তাঁহার পুস্তক কাদিয়ানি রদ লিখিতে লিখিতে ৫ম ভাগে আসিয়া একেবারে বেলাগাম হইয়া কখনও পিছনে কখনও সামনে কখনও ডাহিনে এবং কখনও বাঁয় ছুট ছুট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই পঞ্চম ভাগে তিনি তাঁহার পুস্তকের পূর্ববর্তী ভাগ সমূহের বর্ণিত অনেক কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন, এক কথারই বারবার উল্লেখ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথার বিকৃত অর্থ করিয়া এবং এবারত বিকৃত করিয়া জন-সাধারণকে ধোকা দিবার এইখানেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি এই ভাগে উল্লেখিত অনেক কথার জওয়াব বিস্তৃত ভাবে পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে দিয়া আসিয়াছি, এইখানে আর পুনরুক্তি করিব না, সাধারণতঃ নূতন কথাগুলিরই উত্তর প্রদান করিব ; ওবিল্লাহে-ত্বাওফীক।

———

প্রথম অধ্যায়

সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিবার উপায়

কোরআনের মাপকাঠি

এই ৫ম ভাগের ১ম অধ্যায়ে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ২৭জন মিথ্যা নবুওতের দাবীকারীর নাম উল্লেখ করিয়া যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। বা জনসাধারণকে পৌঁছাইতে চাহিয়াছেন তাহা নিম্নে উল্লেখ করিয়া কোরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করা গেল।

মৌলানা সাহেবের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত

"হযরত নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মীর্যা সাহেবও উল্লিখিত ২৭জন লোকের ন্যায় মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়াছিলেন:.....যদি মীর্যা সাহেবকে সত্য বলিয়া মানিতে হয় তবে উল্লিখিত মিথ্যাবাদী-দিগকে সত্যপরায়ণ বলিয়া মানিতে হইবে না কেন তাহা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমাদের নিশ্চয় আছে।

উত্তর

অনেক মৌলানার কথা আমাদের শুনা আছে, যাহারা ঘুস খাইয়া মিথ্যা তালাকের ফত্ওয়া দিয়া একের বউ অন্যকে দিয়া দেয়, পরিষ্কার ভাবে তালাক দেওয়া বউ নিয়া ঘর-কন্না করিবার ফত্ওয়া দেয়, প্রবাসী মুরীদের বউয়ের হেফাজত করিতে গিয়া নিজেই নিকাহ করিয়া ফেলে, একের বউ অন্যকে দিয়া দেয় এই রকম কতকগুলি মৌলানা-মৌলবী বা পীরের নাম উল্লেখ করিয়া যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের বিখ্যাত মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও ঠিক এই রকম হইবে না কেন, তাহা হইলে মৌলানা সাহেব কি উত্তর দিবেন।

কতকগুলি লোক মিথ্যা দাবী করিয়াছিল বলিয়া হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীও মিথ্যা হইবে, নেহায়ত সাধারণ বুদ্ধির অভাব না হইলে এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। আমি ১ম ভাগের প্রারম্ভেই এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে আমরা সত্য ও মিথ্যা দাবীর সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার মাপকাঠি (معیار) সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা সুধী জন সাধারণের সামনে পেশ করিতেছি।

এই দুনিয়াতে মিথ্যা নবুওতের দাবীকারী যেমন আসিয়াছে, সত্য নবুওতের দাবীকারীও আসিয়াছেন। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করিবার কোন মাপকাঠী বা (معیار) কি কোরআন শরীফে উল্লেখ নাই? হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এবং মুছায়লামা কাজ্জাবের মধ্যে কেমন করিয়া প্রভেদ করিবেন? মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা হইতে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

অথচ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যে হাদীস মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাহার পুস্তকের পঞ্চম ভাগের প্রথমেই পেশ করিয়াছেন—প্রায় ৩০ জন লোক কেয়ামতের পূর্বে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিবে—

عن ابی هریرة ان رسول الله صلعم قال لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلثین - کلهم یزعم انه رسول الله (متفق علیه)

—"আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী প্রেরিত না হইবে, তাহারা দাবী করিবে যে তাহারা আল্লার রসুল"—সেই হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ২৭জন মিথ্যা দাবীকারী দ্বারা পূর্ণ হইয়া এই উম্মতের প্রতিশ্রুত মসিহর আগমণের কারণ হইয়াছে।

মৌলানা সাহেব যদি এই কথা বলিতে সাহস করিতেন যে, হযরতের উম্মতে কেবল মিথ্যাবাদী দজ্জালগণেরই প্রেরিত হইবার কথা আছে, সত্যবাদী কাহারও আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী নাই, তাহা হইলেও ত একটা কথা হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ ও ইমাম মাহদীর আগমণ বিশ্বাস করেন, অথচ মিথ্যা দাবীকারদের কাহিনী পেশ করিয়া সত্য দাবীকারদের দাবী উড়াতে চান

بدین عقل و دانش بباید گریست —

আমি এখন পাঠকের অবগতির জন্য, এবং মৌলানা সাহেব কেন যে এত বড় প্রয়োজনীয় আলোচনা হইতে পাশ কাটাইতেছেন সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করিবার কোরাণী মাপকাঠির উল্লেখ করিব।

আল্লাহতালা কোরান শরীফে বলিতেছেন:—

لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین

ইমাম আবুজাফর তাবরী বলিয়াছেন :—

يعنى بذالك انه كان يعاجله بالعقوبة ولا يوخرها

অর্থাৎ "প্রবঞ্চনাকারী দাবীকারককে আল্লাহ্-তায়ালা শীঘ্রই শাস্তি দিতেন এবং প্রবঞ্চনা করিতে তাহাকে এত অবসর দিতেন না।" (তফছীর ইবনে-জরীর, ২৯ জিলদ, ৪২ পৃষ্ঠা) "আমার নামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিলে শীঘ্রই শাস্তি দিতাম।'

لعاجلناه بالعقوبة (ইবনে কছির, ১০ জিল্‌দ, ৭১ :)

والمعنى لو كذب علينا لاهلكناه

(تفسير صاوى على الجلالين)

"আমার নামে মিথ্যা বলিলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতাম।"

সরেহ আকায়েদে নছফী নামক মুসলমানদের আকায়েদের বিখ্যাত কিতাবের ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

فان العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الامور فى غير الانبياء وان يجمع الله تعالى هذه الكمالات فى حق من يعلم انه يفترى عليه ثم يمهله ثلاثا وعشرين سنة

"এই সমস্ত কামালাত একজন গয়র-নবীর মধ্যে একত্র হওয়া এবং যে-ব্যক্তি আল্লার নামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছে তাহাকে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া, মানুষের বিবেকে আল্লাহ্তায়ালার জন্য অসম্ভব;"

সুতরাং কোরানের এই মাপ-কাঠি অনুসারে কোন ব্যক্তি মিথ্যা নবুওতের দাবী করিয়া আল্লার নামে জাল ওহি বানাইয়া পেশ করিয়া ২৩ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না, ইহাই কোরান শরীফের

فما منكم من احد عنه حاجزين

(الحاقة)

"দাবীকারক যদি আমার নামে প্রবঞ্চনা করিয়া কথা বলিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া তাহার জীবন শিরা কাটিয়া ফেলিতাম এবং তোমাদের কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।"

তফছীর-কবীরে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি লিখিয়াছেন :—

هذا ذكره على سبيل التمثيل كما يفعله الملوك بمن يكذب عليهم فانهم لا يمهلونهم بل يضربون رقبته

অর্থাৎ "এই বর্ণায় প্রবঞ্চক দাবীকারকের ধ্বংসের কথা বাদশাদের দৃষ্টান্তে বর্ণিত হইয়াছে। বাদশাহগণ যেমন নিজেদের নামের প্রবঞ্চনাকারীদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য অবসর না দিয়া অবিলম্বে কতল করিয়া ফেলেন, আল্লার নামে প্রবঞ্চনাকারীদেরও এই অবস্থা হয়।"

তারপর এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে করিতে ইমাম রাজি আরও লিখিয়াছেন :—

هذا هو الواجب فى حكمة الله تعالى لئلا يشتبه الصادق بالكاذب

"সত্য এবং মিথ্যা দাবীকারীদের অবস্থার মধ্যে যেন কোন প্রকার সন্দেহ করিবার কারণ না থাকে, এই জন্য আল্লাহ্তায়ালার হেকমতে এই রকম হওয়াই ওয়াজেব।" (তফছীরে কবীর, ৮ম জিল্‌দ, ২৯১ পৃঃ)

আল্লামা জমখশরি তফছীরে কাশ্শাফে লিখিয়াছেন :

والمعنى لو ادعى علينا شيئا لقتلناه صبرا كما يفعله الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام

"এই দাবীকারক যদি আমার নামে প্রবঞ্চনা করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে শীঘ্রই হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতাম।"

অকাট্য কানুন, এবং মুহাক্কেকীন মুসলমান পূর্বাপর আল্লামাদের অবিসম্বাদিত আকীদা। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে-সমস্ত লোকের নাম পেশ করিয়াছেন, যে তাহারা মিথ্যা নবুওতের দাবী করিয়াছিল, তাহাদের ভীষণ এবং শোচনীয় পরিণামের কথা অবগত হইলে কোরান শরীফের এই অকাট্য সত্য-মিথ্যার মাপ কাঠির যতার্থতাই প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ যে-সমস্ত মিথ্যাবাদীর নাম মৌলানা সাহেব হযরত মসিহে মাওউদের বিরুদ্ধে পেশ করিয়াছেন তাহা দ্বারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত জগতকে এই চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন যে, এমন এক জন মিথ্যা দাবীকারীর নাম পেশ করা হউক, যে নবুওয়তের মিথ্যা দাবী করিয়া ২৩ বৎসর জীবিত ছিল। আজ পর্যন্ত কেহ এরূপ ব্যক্তি পেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে-সমস্ত লোকের নাম পেশ করিয়াছেন, তাহাদের কেহই ২৩ বৎসর পর্যন্ত নবুওয়তের দাবী করিয়া জীবিত থাকে নাই।

শরেহ্ আকায়েদ নছফীর শরাহ্ নেব-রাছ কেতাবে আল্লামা আবদুল আজিজ সাহেব লিখিয়াছেন :—

وقد ادعى بعض الكذابين النبوة كمسيلمة اليمامى والاسود العنسى وسجاح الكاهنة فقتل بعضهم وتاب بعضهم وبالجملة لم ينتظم امر الكاذب فى النبوة الا اياما معدودة

(نبراس ص ٤٤٤)

"কোন কোন মিথ্যাবাদী নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল—যেমন মুছায়লামা কাজ্জাব ইয়ামামী, আছওদ আনছী, ছাজ্জাহ্ আল-কাহে-না। তাহাদের কেহ কেহ কাতল হইয়াছে, আর কেহ কেহ তৌবা করিয়াছে। মোটের উপর, মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারকের সংগঠন বেশী দিন টিকিতে পারে না।"

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মদনী জীবনের শেষ ভাগে মুছায়লামা মুছলমান হইয়াছিল এবং তার কয়েক দিন পর নবুওয়তের দাবী করিয়া হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর জমনায় নিহত হয়। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর পূর্ণ খেলাফত কাল মাত্র ৬ বৎসর ছিল। অতএব দেখা যায় যে, মুছায়লামা কাজ্জাবও এই সামান্য কয়েক বৎসরের বেশী নবুওয়তের দাবী করিয়া জীবিত থাকিতে পারে নাই।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ছালেহ ইবনে-তারীফ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া "৪৭ বৎসর নিজের মজহাব প্রচার করিয়াছিল।"

আমি বলি, এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কোরানের কথা (নউজুবিল্লা) মিথ্যা হইয়া যায়। সুতরাং, কোরানের বিরুদ্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই কথার মূল্য কি?

প্রকৃত কথা, ছালেহ ইবনে তারীফ ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, নবুওয়ত প্রচার করে নাই। মৌলানা সাহেব چو گفتی کلامی دلیلش بیار তাহার ৪৭ বৎসর নবুওয়াত করা প্রমাণ করিতে পারিবেন না এবং দাবী কারকের নিজের লিখা পেশ করিয়া তাহার নবুওয়তের জীবন ৪৭ বৎসর কেন, ২৩ বৎসরও প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

আল্লামা ইবনে খুলদুন লিখিয়াছেন :—

اوصى صالح ابن طريف الى ابنه الياس وعهد اليه بموالاة صاحب الاندلس ومن بنى امية وباظهار دينه

اذا قوى امرهم وقام بامره بعده ابنه الياس ولم يزل مظهرا الاسلام مسرا لما اوصاه به ابوه من كلمة كفرهم
(ابن خلدون جلد ٦ ص ٢٠٧)

"ছালেহ ইবনে তারীফ তাহার পুত্র ইল্ইয়াছকে অসিয়ত করিয়াছিল—উন্দুলসের শাসন কর্তা এবং বনিউন্মিয়ার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে এবং তাহাদের রাজত্ব মজবুত না হইলে যেন ধর্মের কথা প্রকাশ না করে। সে সদা-সর্বদাই ইসলাম প্রকাশ করিত। কুফরের কথাগুলি পিতার অসিয়ত অনুসারে গোপন করিত।"

অতএব, ছালেহ ইব্নে তারীফও তাহার দাবী প্রচার ও প্রকাশ করে নাই ইহাই ঐতিহাসিকদের মত। আবুমানছুরের দাবী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, সে নবুওয়তের দাবী করিয়া ২৭ বৎসর জীবিত ছিল ঃ

ইহাও মৌলানার আর একথা মিথ্যা। শেখুল-ইসলাম ইব্নে তায়মিয়া মিনহাজুস্সুন্নহ্ কিতাবে আবুমানুছুরের কথা লিখিয়াছেন যে, সে এক জন মুলহেদ ছিল, শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল, নমাজ-রোজার অস্বীকার করিত, তখনকার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিত ইত্যাদি। তাহার নবুওয়তের দাবী এবং দাবী করার পর ২৭ বৎসর জীবিত থাকার কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু আমি বলি, সত্য সত্যই যদি কোন ইতিহাসে এরূপ কাহারও কথা কেহ লিখিয়াও থাকে যে, কেহ মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া ২৩ বৎসরের অধিক জীবিত ছিল, তাহা হইলে কোরআনের বিরুদ্ধে সেই ইতিহাসের রেওয়াতকে মিথ্যা মনে করাই একজন প্রকৃত ইমানদারের কাজ হইবে।

অতএব, হযরত রসুলে করীম সাঃ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রায় ৩০ জন অর্থাৎ ২৭ জন উল্লেখিত ভণ্ড নবী আসিয়া কোরআনের বর্ণিত মাপকাঠি অনুসারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর সত্যতার এক মস্ত বড় প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। —

الاشياء تعرف باضدادها

২য় অধ্যায়

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ এর বিভিন্ন দাবীর তাৎপর্য্য

মৌলানা রুহুল আমিন 'কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের ৫ম ভাগের ২য় অধ্যায় "মীর্যা সাহেবের পনরটি উন্নত দরজার বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে এমন কতকগুলি ধোকা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত পাঠকই এই ওয়াজ-ব্যবসায়ী মৌলানার বিশু বুদ্ধি এবং আভ্যন্তরীণ চরিত্রের সঠিক স্বরূপ ধরিতে পারিবেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের বর্ণিত বিবরণ

১নং বিবরণ

মির্যা সাহেব প্রথমে সিয়াল কোর্টের আদালতে সাধারণ মুহরী ছিলেন ইত্যাদি ;

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-কে হেয় প্রতিপন্ন করিবার ঘৃণিত মানসিকতার বশবর্ত্তী হইয়া মৌলানা রুহুল আমিন এমন কথাই বলিয়া ফেলিলেন যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাঃ-ও এই নির্বোধ মৌলানার বেলাগাম জবান হইতে অব্যাহতি পান নাই।

আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে, মৌলানা রুহুল আমিন এই কথা অবগত নহেন যে, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাঃ নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বিবী খদিজা রাঃ এর তেজারতী কারবারের কার্য্যকারী ছিলেন এবং নবীকুল-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাঃ সামান্য

কয়েক "কীরাত" বেতন লইয়া কোরেশদের ছাগ চড়াইতেন।

كنت ارعاها على قراريط
(بخاری جلد ۲)

এই রকম হযরত ইয়োছফ আঃ মিশরের বাদশাহ ফেরাউনের খাজাঞ্চিগীরি চাকুরী লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন :—

اجعلنی علی خزاین الارض -

এবং এই চাকুরী লাভ করিয়াছিলেন।

তবে, হযরত মসিহ্ মাওউদ আঃ যদি নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সাধারণ মুহরীর কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাতে শানে নবুওয়তের বিরুদ্ধে কি দোষ হইতে পারে? আর যদি দোষ হইয়া থাকে তবে সেই দোষ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাঃ-এর উপর আসে কি না? (নাউজুবিল্লাহ্)।

খেলা করিতে করিতে বাপের দাড়ী নিয়াও খেলা।

بازی بازی باریش بابا هم بازی

২নং বিবরণ

(১) তিনি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

(২) নবুওতের দাবী নয় মুজাদ্দাদিয়তের দাবী করিয়াছেন।

(৩) মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ্ হইবার দাবী করিয়াছেন।

(৪) নিজকে মসিহ্ ও মাহ্‌দী প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—'ইসা আঃ ই মাহ্‌দী।'

(৫) তিনি "ইমামোজ্জামান" হইবার দাবী করিয়াছেন।

(৬) তিনি নবী হইবার দাবী করিয়াছেন।

(৭) তিনি কৃষ্ণ অবতার হইবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

মৌলানা সাহেবের জ্ঞান ও বুদ্ধির নিতান্ত অভাব না হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর এই সমস্ত দাবী পরস্পর বিরোধী নহে। উম্মতে মোহম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত মাহ্‌দী যে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মুজাদ্দিদ—ইহাতে কোন স্থির মস্তিষ্ক মোসলমানের আপত্তি থাকিতে পারে না।

প্রতিশ্রুত মসিহ্ ইমাম মাহদী যে এই উম্মতের আখেরী জমানার একজন 'ইমাম' ইহাতেও বা আপত্তির কি আছে, আমরা বুঝিতে অক্ষম। আর প্রতিশ্রুত মসিহ্ যে একজন "গয়র-তশরিয়ী" নবী হইবেন, ইহা মৌলানা নিজেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। (কাদিয়ানী মত পুস্তকের ২য় খণ্ড, ৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

তবে, মুজাদ্দাদিয়তের দাবী করিতে নবুওতের দাবী অস্বীকার করিয়াছে, এই রকম আরও কতিপয় জায়গাতে নবুওতের দাবী যে অস্বীকার করিয়াছেন—এই আপত্তির উত্তর হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং তাঁহার "এক গলতীকা এজালা" নামক পুস্তিকায় পরিষ্কারভাবে বুঝ ইয়া দিয়াছেন। যথা :—

جس جس جگہ میں نے نبوت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں - مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء سے باطنی فیوض حاصل کرکے اور اپنے لئے اس کا نام پاکر اسکے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ انہیں

معذوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کرکے پکارا۔
(ایک غلطی کا ازالہ طبع سوم ص ۸)

"যেখানে যেখানে আমি নবুওত অস্বীকার করিয়াছি, কেবল এই অর্থে অস্বীকার করিয়াছি যে—আমি স্বাধীনভাবে কোন শরিয়ত নিয়া আসি নাই এবং আমি স্বাধীন নবী নহি, কিন্তু এই অর্থে যে আমি আমার অনুকরণীয় রসুল সাঃ হইতে আভ্যন্তরীন আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহারই নাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় খোদার তরফ হইতে অদৃশ্য জ্ঞানলাভ করিয়াছি—আমি রসুল এবং নবী হইয়াছি—কিন্তু কোন নূতন শরিয়ত ব্যতিরেকে। এই রকম নবী বলিয়া কথিত হইতে আমি কখনও অস্বীকার করি নাই এবং এই অর্থেই আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে নবী এবং রসুল নামে অভিহিত করিয়াছেন।" (এক গলতীকা এজালা, ৩য় সংস্করণ ৮ পৃঃ)

আর তিনি শুধু কৃষ্ণ অবতার কেন আরও বহু নবীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর এই সমস্ত দাবীর মধ্যে কোন রকম পরস্পর বিরোধ নাই এবং 'মুহাদ্দাছ' হওয়াও 'নবী' হওয়ার বিরোধী নহে। কারণ মুহাদ্দাছ অর্থ—যাঁহারা আল্লার কালাম লাভ করেন, অতএব প্রত্যেক নবীই যে আল্লাহ্‌র কালাম প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোন তর্ক নাই।

এতদ্ব্যতীত, জ্ঞানীদের নিকট ইহা অবিদিত নয় যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম প্রথম স্বয়ং নবীগণও নিজের পূর্ণ মর্য্যাদা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কারণ, কোনরূপ উচ্চ মর্য্যাদার আকাঙ্খা তাঁহাদের থাকে না। এইজন্য নবীকুল-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-ও প্রথম প্রথম বলিতেন :—

لا تخیرونی علی موسیٰ (مسلم جلد ۲ ص ۳۱۰)

من قال انا خیر من یونس ابن متی فقد کذب (ترمذی جلد ۲ ص ۱۵٦)

"আমাকে মুছা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিও না।" (মুসলিম জিল্দ ২ পৃঃ ৩১০)।

"যে ব্যক্তি আমাকে ইয়ুনুস নবী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিবে, সে মিথ্যা কথা বলিবে।" (তেরমিজী জিলদ ২ পৃঃ ১৫৬)।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ ফজিলত সম্বন্ধে প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়াছেন :—

انا سید ولد آدم

"আমি সমস্ত মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এমন কি, সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মোসলমান মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত রসুল করিম সাঃ প্রথম নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, তাঁহার কি হইতে চলিয়াছে। আঁ-হযরত সাঃ জিব্রীলের প্রথম সাক্ষাতের সময়, কোরআনের প্রথম নজুলের দিন, বুঝিতেই পারেন নাই যে, কি হইতে চলিয়াছে। তখন তিনি সমস্ত ঘটনা আসিয়া তাঁহার বিবি হযরত খাদিজা রাঃ-এর নিকট বর্ণনা করিলেন এবং বিবি খাদিজা তাঁহার ভাই ওরাকা ইবনে নোফলের নিকট তাঁহাকে নিয়া গেলেন। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে—

هذا الناموس الذی انزل علی موسی (بخاری)

"এই সেই ফেরেস্তা যিনি আসিয়াছিলেন মুসার নিকট।"

অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যদি প্রথম প্রথম নিজের প্রকৃত মর্য্যাদা সরলতার দরুণ না বুঝিয়া থাকেন এবং নবুওত অস্বীকার করিয়া শুধু মুহাদ্দাছ হইবার দাবী করিয়া থাকেন তাহা হইলেও কোন হক-পছন্দ শিক্ষিত লোক এতেরাজ করিতে পারেন না; 'ইছাই যে মাহদী' ইহা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথা নয়, স্বয়ং আঁ-হজরতের বাণী।

لا مهدی الا عیسی ابن مریم
(ابن ماجه)

ইবনে-মাজার এই হাদীস সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

৩নং বিবরণ

মীর্যা সাহেব নিজের মোজেজা মাহ্‌দী মসিহ ও এমামোজ্জমান হওয়ার জন্য প্রায় সমস্ত কালি কলম ব্যয় করিয়াছেন এবং জীবনের অমূল্য সময়টুকু বিপক্ষ লোকদের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে ব্যয় করিয়াছেন। অহঙ্কারী ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হওয়া দূরের কথা একজন পরহেজগারও হইতে পারে না।

উত্তর

আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণ আল্লাহ-তা'য়ালার আদেশ অনুযায়ী যে-সমস্ত পদ-মর্যাদার ঘোষণা করেন তাহাতে তাঁহাদিগকে অহঙ্কারী বলার মত মূর্খতা আর নাই। তাহা হইলে সমস্ত নবীদের নবুওতের দাবী এবং জন-সাধারণকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে আহ্বান করা—স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দাবী انا سید ولد آدم—ইত্যাদি সবই অহঙ্কার হইবে হযরত মূসা (আঃ)-এর দাবীর বিরুদ্ধে ফেরাউনও نعوذ بالله এই কথাই বলিয়াছিল ঃ—

وتکون لکما الکبریاء فی الارض
(یونس)

"তোমরা পৃথিবীতে বড় হইতে চাও।" আর আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি যে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কাহাকেও গালি দেন নাই। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যাঁহারা মানবের সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হন তাঁহাদের পক্ষে মানবের প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেওয়াও কর্ত্তব্যের অন্তঃর্গত। তিক্ত ঔষধের মত হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কঠোর সত্য কথাগুলি দুনিয়া-তালেব মৌলানাদের গায় তীব্র ভাবে লাগিয়াছে, তাই তাহারা চেঁচাইয়া উঠিয়াছে।

৪নং বিবরণ

انت منی بمنزلة ولد
انت منی بمنزلة اولادی
اسمع ولدی

মীর্যা সাহেব খোদার পুত্র হইবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

আমি এই এলহামগুলি সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

আর মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের উল্লিখিত তৃতীয় কথাটি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রণিত কোন গ্রন্থে নাই। ইহা মৌলানা সাহেবের জলন্ত মিথ্যা কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরের এলহামগুলির রূপক অর্থকে বিকৃত করিয়া পেশ করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার ঘৃণিত চেষ্টা করা হইয়াছে। মৌলানা রোম বলিয়াছেন—

اولیاء اطفال حق اند ای پسر

চতুর্থ খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা দেখুন।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাশর ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত ও হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী

পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত

"এবং (চিন্তা কর) ঐ সময়ের কথা যখন আমরা পাহাড়গুলিকে অপসারিত করিয়া দিব এবং (তোমরা) পৃথিবীর (জাতিগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে) অভিযান করিতে দেখিবে এবং আমরা তাহাদিগের হাশর করিব (অর্থাৎ তাহাদিগকে একত্রে জমা করিব) এবং তাহাদিগের কাহাকেও পিছনে রাখিব না।"

(সূরা কাহাফ—৬ষ্ঠ রুকু)।

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) -এর ভবিষ্যদ্বাণী

প্রথম হাশর

হযরত আবু হানিফা (রহঃ)-এর বংশজাত এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে হানাফী জামাতের গদিনশীন পীর হযরত সাহেবজাদা সিরাজুল হক নোমানী (রাজিঃ), যিনি হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর হস্তে বয়াত করিয়াছিলেন, লিখিয়াছেন যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) একবার বলেন :

"খোদা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমার সেলসেলাতেও তীব্র মতভেদ দেখা দিবে। ফেৎনাবাজ এবং স্বার্থপর ব্যক্তিগণ পৃথক হইয়া যাইবে। তারপর খোদা এই ফেৎনাকে দূর করিয়া দিবেন। (১)

বাকি যাহারা ছিন্ন হইবার যোগ্য এবং যাহারা সত্যের সহিত সম্বন্ধ রাখে না এবং ফেৎনাকারী তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে। (২)

ইহার পর পৃথিবীতে এক হাশর উপস্থিত হইবে এবং উহা প্রথম হাশর হইবে। তখন সমস্ত বাদশাহ্, পরস্পরকে আক্রমন করিবে এবং এরূপ যুদ্ধ হইবে যে, যমিন রক্তে ভরিয়া যাইবে। প্রত্যেক বাদশাহের প্রজাগণও পরস্পরের সহিত ভীতিপ্রদ লড়াই করিবে। বিশ্ব জোড়া ধ্বংস আসিবে।

এইসব ঘটনার কেন্দ্র শামদেশ হইবে। (৩)

সাহেবজাদা সাহেব! তখন আমার মওউদ পুত্র থাকিবে। খোদা এই ঘঠনাবলী তাঁহার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছেন। (৪)

এইসব ঘটনার পর আমার সেলসেলার উন্নতি হইবে এবং সালাতীন (রাজন্যবর্গ) আমার সেলসেলায় প্রবেশ করিবে। (৫)

আপনারা সেই মওউদকে চিনিয়া লইবেন। (৬)"

(তাজকেরাতুল মেহদী—দ্বিতীয় খণ্ড—৩য় পৃষ্ঠা)

(তাজকেরা—২য় সংস্করণ—৭৯৫ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কোরআনের যে আয়াত প্রথমে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ।

ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত ঘটনাবলি বুঝিবার সুবিধার্থে আমি উহার কতকগুলি অংশকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি। সেইগুলির ব্যাখ্যা আমি নিম্নে দিলাম।

(১) প্রথম ফেৎনা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আউয়াল (রাজিঃ)-এর ১৯১৪ ইসাব্দে এন্তেকাল হইলে, মৌলানা মোহাম্মদ

আলী ও তাঁহার সঙ্গীগণ আহ্‌মদীয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন করে এবং পৃথক হইয়া লাহোরে গিয়া খেলাফত বিহীন ভিন্ন জামাত সৃষ্টি করে। কাদিয়ানে হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (রাজিঃ) এর হস্তে বাকি সমস্ত জামাত বয়েত করিয়া একত্রিত হয় এবং প্রথম বারের ফেৎনা দূর হইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় ফেৎনা

১৯৫৬ ইসাব্দে হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (রাজিঃ)-এর পীড়িত হওয়ার সময় আবদুল মান্নান ও তাহার ভ্রাতা আবদুল ওহাব এবং আরো কয়েকজন হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (রাজিঃ)-এর খেলাফতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং তাহারা পৃথক হইয়া যায়। তখন জামাতে আহ্‌মদীয়া হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ)-এর হস্তে পুনরায় একযোগে বয়েত করে এবং উহাকে "বয়েতে রেদওয়ান" বলা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় ফেৎনাকারীর দল পৃথক হইয়া যায় এবং জামাত নিরাপদ ও সুদৃঢ় থাকে।

(৩) শামদেশ

(ক) বর্মাদেশের পূর্বদিকে শামদেশ, পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা যাহার নাম থাইল্যাণ্ড রাখিয়াছে।

(খ) আরবের উত্তরে অবস্থিত সিরীয়া লেবানন, জর্ডনের উত্তরাংশ ও বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের একাংশ লইয়া আসল সিরীয়া বা শামদেশ ছিল। এই দেশ পাশ্চাত্য জাতির হস্তক্ষেপে খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে।

(গ) "কাশ্মীর" শব্দটি আসলে "কাশীর"। 'কা' শব্দের অর্থ "মত" এবং 'আশীর" শব্দের অর্থ সিরীয়া বা শামদেশ। আসল কাশ্মীরীরা তাহাদের দেশকে 'কাশ্মীর' বলে না, 'কাশীর' বলে।"

[মালফুযাত হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-৮ম খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা।]

সুদূর অতীতে ইহুদীগণ যখন তাহাদের আদি বাসস্থান হইতে হিযরত করিয়া আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে আসে, তখন তাহারা এইসব দেশের, গ্রামের ও বস্তুর নাম নিজেদের ভাষায় রাখে। সেই হিসাবে কাশ্মীরের আবহাওয়া, পাহাড়, ঝরণা, বাগানাদি "সিরীয়ার মত" রাখে। "শ" অক্ষরের সহিত "ম" অক্ষরটি পরে সংযুক্ত হয়। মনে হয় কাশ্মীরের ইহুদীরা মুসলমান হওয়ার পর তাহাদের দেওয়া পূর্ব নাম কাশীর ও আরবী নাম শাম শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রনে কাশ্মীর শব্দ উৎপন্ন হয়। যাহা হউক ইহাও এক শাম দেশ।

পাঠক! উপরের আলোচনা অনুযায়ী দেখিতে পাইলেন যে, আজ আমাদের সম্মুখে তিন শাম দেশ উপস্থিত। ১নং শাম দেশের পার্শ্ববর্তী উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অধিবাসীগণ একই জাতি এবং ঐ দুইটি দেশ যুদ্ধে জড়িত এবং সেখানে বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কা জিয়াইতেছে। ২নং শাম দেশ মাঝে মাঝে ধুমায়িত হইয়া উঠে। ৩নং শাম কাশ্মীর আজ বিশ্বের সমস্যা। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্তীত শরীয়তের মসিহ্‌। আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তম জানেন কোন শাম হইতে উপরুল্লিখিত প্রতিশ্রুত বিশ্বযুদ্ধ বাধিবে। তবে ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অধিকাংশ সময়ে রূপক থাকে যাহা কোন বস্তু, ব্যক্তি বা দেশের সদৃশকে বুঝায়। হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) যেহেতু মসিলে ঈসা (আঃ) তেমনি কাশ্মীরও মসিলে শাম।

(৪) মওউদ পুত্র

হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় স্ত্রীর চতুর্থ পুত্র মোবারক আহ্‌মদের জন্মের সময় ১৩ই জুন ১৮৯৯ ইসাব্দে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-কে জানান যে, মোবারক আহ্‌মদ তাঁহার শেষ ঔরসজাত পুত্র "কাফা হাযা" অর্থাৎ "ইনি শেষ।"

কিন্তু ১৯০৩ ইসাব্দে হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) তাঁহার মোয়াহেবুর রহমান পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠায় এক পৌত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লিখেন। "চারিটি

পুত্র ছাড়া পঞ্চম পুত্র, যে পৌত্ররূপে জন্মলাভ করার কথা, তাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা আমাকে শুভ সংবাদ দিয়াছেন যে, সে নিশ্চয় কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার সম্বন্ধে আরও একটি ইলহাম হইয়াছিল যাহা "বদর" ও "আল হাকাম" পত্রিকা-দ্বয়ে বহু পূর্বে প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ. 'আমি তোমাকে আর এক পুত্রের শুভসংবাদ দিতেছি' যে পৌত্র হইবে। এই পৌত্র আমার তরফ হইতে।" (হকিকাতুল ওহি—২১৮ পৃষ্ঠা)।

১৯০৬ ইসাব্দে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর নিকট এই সম্বন্ধে ইলহাম হয়- "আমরা তোমাকে এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি, যে তোমার পৌত্র হইবে।" (তাজকেরা ২য় সংস্করণ ৫১৯ পৃষ্ঠা)

পুনরায় ১৯০৭ ইসাব্দের অক্টোবর মাসে আরও ইলহাম হয়। যথা ঃ—

১। "আপনার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে" হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) ইহার তাবির করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে উক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।

২। "আমরা তোমাকে এক প্রজ্ঞা ও ধৈর্যশীল পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি।"

৩। "সে মোবারক আহমদের সদৃশ হইবে।"

৪। "হে সাকী! ঈদের আগমন তোমার জন্য মোবারক হউক।" (তাজকেরা—২য় সংস্করণ—৭৩৩ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর ১৯০৭ ইসাব্দেই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পুত্র হযরত মাহ্মুদ আহমদ (রাজিঃ)-এর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার সম্বন্ধে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) লিখেন ঃ

"তদনুযায়ী প্রায় তিন মাস হইল আমার পুত্র মাহ্মুদ আহ্মদ (রাজিঃ)-এর ঘরে এক পুত্র সন্তান হইয়াছে। তাহার নাম রাখা হইয়াছে নসীর আহ্মদ।"

(হকিকাতুল ওহি—২১৮ পৃষ্ঠা)

কিন্তু নসীর আহ্মদ অল্প দিন পরেই মারা যায়।

১৯০৭ ইসাব্দের ৬।৭ নভেম্বর তারিখে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর আর এক ইলহাম হয়—

"আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি। 'হে আমার খোদা! আমায় পবিত্র পুত্র দাও।' আমি তোমাকে এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি, যাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া। (ইহার অর্থ এই মনে হইতেছে যে, সে দীর্ঘায়ু হইবে) তুমি কি দেখ নাই তোমার রব হস্তী ওয়ালাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

(তাজকেরা ২য় সংস্করণ—৭৩৮ পৃঃ)

শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে. নসীর আহ্মদ মওউদ পৌত্র ছিলেন না। কারণ তিনি অল্প বয়সে মারা যান। মওউদ পৌত্র দীর্ঘায়ু হইবার কথা। তদনুযায়ী ১৯০৯ ইসাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর ঘরে হযরত নাসের আহমদের জন্ম হয়। তিনিই দীর্ঘায়ু হইয়াছেন এবং গত নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে খলিফা সালেস নির্বাচিত হন। তাঁহার খেলাফতকালে হস্তী ওয়ালাদের ধ্বংসের সংবাদ আছে। ইহার ফল আল্লাহ্তায়ালাই জানেন।

৫। সেলসেলার উন্নতি

ভবিষ্যৎ ইহার সত্যতা সাব্যস্ত করিবে।

৬। মওউদকে চিনিয়া লইবেন

চিনিয়া লইবার নির্দেশ ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত পুত্রকে চিনিতে ভুল হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে আমরা অত্র প্রবন্ধের প্রথম ইলহাম লিখিত প্রতিশ্রুত পুত্র বলিতে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ)-কে মনে করিতাম এবং বিশ্বাস করিতাম তাঁহার যুগেই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত সকল ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে অনেকের

মনে প্রশ্ন জাগিল যে, 'ভবিষ্যদ্বাণী পুরণের কি হইল ?" প্রকৃতপক্ষে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) মুসলেহ্ মওউদ ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত পুত্র ছিলেন না। এই এক ভুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয় আশঙ্কা ছিল যাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। নসীর আহ্‌মদকে প্রতিশ্রুত পুত্র মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিল যে, হযরত নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) প্রতিশ্রুত পুত্র। ইহা এক আশ্চর্যের কথা যে, গত নভেম্বর মাসে তাঁহার খেলাফতের সংবাদ পরিবেশনের সময় অনেক সংবাদপত্র ভুল করিয়া তাঁহার নাম নসীরুদীন আহ্‌মদ আবার অনেক সংবাদ পত্র নসীর আহ্‌মদ বলিয়া লিখিয়াছে। এইভাবে প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে ত্রিবিধ ভুলের আশঙ্কা ছিল বলিয়া পূর্ব হইতেই জানান হইয়াছে যে, 'তাঁহাকে চিনিয়া লইও'।

বন্ধুগণ! আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলি অংশ পূর্ণ হইয়াছে। আজ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর মওউদ পুত্র আমাদিগের মধ্যে তাঁহার ঐশী পরিচয় লইয়া প্রকাশিত। এখন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট একান্ত বিনীতভাবে দোয়া করিতে থাকুন যেন আল্লাহ্-তায়ালা আমাদিগের নিকট তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ দেখান। আমীন।

১৯৬৬ সালের মার্চের আহ্‌মদী হইতে উদ্ধৃত

★

॥ হযরত মসিহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাওয়াত ॥

অনুবাদক :—হামযা আমীর আলী

মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফেজাদীদ

আমি অত্যন্ত আদব এবং বিনয়ের সহিত মুসলমান ও খ্রীষ্টান আলেম এবং হিন্দু ও আর্য্য পণ্ডিতগণকে এই এস্তেহার দ্বারা খবর দিতেছি যে, আমি নৈতিক, ধর্মিয় এবং ঈমানের দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আমার পা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অর্থেই আমি মসিহ মাওউদ নামে অভিহিত। কেননা আমাকে আদেশ করা হইয়াছে যেন একমাত্র চরিত্রের উত্তম নিদর্শন এবং পবিত্র শিক্ষার দ্বারা আমি সত্যকে পৃথিবীময় প্রচার করি। আমি এই কথার শত্রু বিরোধী যে, ধর্মের জন্য তরবারি ব্যবহৃত হউক এবং ধর্মের জন্য আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে খুন করা হউক। আমি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হিসাবে যতটুকু সম্ভব ঐ সকল ভ্রান্তি সমূহ মুসলমানদের মধ্য হইতে দুর করিয়া দিই এবং পবিত্র চরিত্র, ধৈর্য, নম্রতা, ন্যায় বিচার ও সত্যবাদীতার পথে তাহাদিগকে আহ্বান করি। আমি সমস্ত মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও আর্যদের নিকট এই কথা প্রকাশ করিতেছি যে, দুনিয়ার মধ্যে কেহই আমার শত্রু নয়। আমি মানব জাতীর সহিত ঐরূপ মুহব্বতই করিয়া থাকি যেরূপ দয়ালু মা নিজের সন্তানের সহিত মুহব্বত করিয়া থাকে বরং উহা হইতেও অধিক। আমি শুধু ঐ সমস্ত মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাসেরই শত্রু যাহার দ্বারা সত্য মৃত্যু লাভ করে। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। মিথ্যা, শিরক, জুলুম, এবং সকল রকমের বদ-আমল এবং বে-ইনসাফি এবং বদআখলাকি হইতে বিমুখ হওয়াই আমার নিয়ম।

আমার সমবেদনার জোশ এইজন্য উদ্বেলিত হইয়াছে যে, আমি একটি স্বর্ণের খনি লাভ করিয়াছি এবং আমি জহরতের খনির সন্ধান পাইয়াছি এবং আমার সৌভাগ্যের জন্য আমি উজ্জ্বল এবং অফুরন্ত হিরা ঐ খনি হইতে লাভ করিয়াছি এবং উহার মূল্য এত অধিক যে যদি আমি ঐ সমস্ত সম্পদ, সমস্ত মানব ভাইদিগকে ভাগ করিয়া দিই, তাহা হইলে প্রত্যেকেই ঐ ব্যক্তি হইতে অধিক সম্পদশালী হইয়া যাইবে, যাহার নিকট আজ দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে অধিক স্বর্ণ ও চান্দি আছে। সেই হীরা কি? উহা হইতেছে সত্য খোদা এবং তাঁহাকে লাভ করা। তাঁহাকে চিনা এবং সত্যিকারের ঈমান আনা এবং সত্যিকারের মহব্বতের সঙ্গে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কায়েম করা এবং সত্যিকারের বরকত তাঁহার নিকট হইতে লাভ করা। অতএব এইরূপ সম্পদ লাভ করিয়া, তাহা হইতে মানব জাতিকে বঞ্চিত রাখা নেহায়েত অন্যায়। তাহারা ক্ষুধায় মরিবে, আর আমি আমোদ করিব। ইহা আমার দ্বারা কখনও হইবে না! আমার অন্তর তাহাদের চিন্তায় কাবাব হইয়া যাইতেছে। তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কষ্টে দিন যাপনের জন্য আমার অন্তর কচলাইতেছে। আমি চাই যে স্বর্গীয় সম্পদে তাহাদের ঘর ভর্তি হউক এবং সত্যবাদীতা ও বিশ্বাসের জহরত তাহারা এতই লাভ করুক যে, তাহাদের যোগ্যতার আঁচল ভরপুর হইয়া যাউক।

প্রকাশ থাকে যে যদি নিজের স্বার্থ জড়িত না থাকে, প্রত্যেক জাতিই তার আপন জাতির সহিত মুহব্বত করিয়া থাকে এমন কি পিঁপড়াও করিয়া থাকে। অতএব যে, ব্যক্তি খোদার দিকে ডাক দেয়, তাহার সবচেয়ে বেশী মুহব্বত করা ফরজ। অতএব আমি মানবজাতিকে অধিক মহব্বত করিয়া থাকি। হাঁ তাহাদের বদ-আমলসমূহ এবং সকল রকমের জুলুম, পাপ এবং বিদ্রোহীতার আমি বিরোধী। কাহারও ব্যক্তিগত বিরোধী আমি নই, এই জন্য ঐ খাজানা, যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে, যাহা বেহেস্তের সকল খাজানা এবং নিয়ামতের চাবী, আমি মুহব্বতের জোশে মানবজাতীর সামনে পেশ করিতেছি। বিষয় হইতেছে এই যে, সেই সম্পদ, যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে এক রকমের হীরা, স্বর্ণ এবং চাঁদি। ইহা কোন ধ্বংসশীল জিনিষ নয়; অত্যন্ত আসানির সংগে ইহার পরিচয় হইতে পারে। উহা এইরূপে যে, ঐ সমস্ত দিরহাম এবং দিনার এবং জহরতের উপর বাদশাহী শীলমোহরের ছাপ আছে। অর্থাৎ ঐশী সাক্ষ্য আমার সহিত আছে যাহা অন্যের নিকট নাই। আমাকে বলা হইয়াছে যে সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্য। আমাকে জানান হইয়াছে যে, হেদায়েতের মধ্যে একমাত্র কোরআনী হেদায়েতই সব হেদায়েতের সেরা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র। আমাকে বুঝান হইয়াছে যে সমস্ত রসুল হইতে পরিপূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং উচ্চ মানের পবিত্র এবং হেকমতপূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং নিজ জীবন দ্বারা মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শনকারী শুধু হযরত সাইয়েদেনা ও মওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এবং আমাকে আল্লাহর পবিত্র এবং শোধীত ওহীর দ্বারা খবর দেওয়া হইয়াছে যে আমি তাঁহারই তরফ হইতে মসিহ মাওউদ এবং ইমাম মাহদী এবং আখারীন ও বাহ্যিক মতবিরোধ সমূহের হাকাম ও মীমাংসাকারী।

আমার নাম মসিহ এবং মাহদী রাখা হইয়াছে। এই দুই নামেই আল্লাহর রসুল আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। অতঃপর খোদাতায়ালা মধ্যস্থতা ছাড়াই কালাম করিয়া আমার নাম ইহাই রাখিয়াছেন। পুনরায় বর্তমান যুগের অবস্থা আমার এই নাম রাখার দাবী জানাইয়াছে। অতএব আমার নামের উপর এই তিন সাক্ষ্য রহিয়াছে। আমার খোদা যিনি আসমান ও যমিনের মালিক, তাঁহাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি তাঁহারই তরফ হইতে প্রেরিত এবং তিনি

স্বীয় নিদর্শন দ্বারা আমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। যদি স্বর্গীয় নিদর্শন সমূহের দ্বারা কেহ আমার মোকাবেলা করিতে পারে, তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি দোয়া কবুল হওয়ার দিক দিয়া কেহ আমার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে, তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কোরআনের সূক্ষ্ম বিষয় এবং তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করিতে আমার সমান হইতে পারে তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি গায়েবের গোপন কথা এবং রহস্য যাহা খোদার শক্তির মহাত্ম্যের অধীন, যাহা আমার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার মধ্যে সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে, তবে আমি খোদার তরফ হইতে নই।

এখন কোথায় ঐ সমস্ত পাদ্রী সাহেবান। যাহারা বলিতেন (নাউজুবিল্লাহ) যে, হযরত সাইয়েদেনা ও সাইয়েদুল ওরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বারা কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা অন্য কোন মোজেযা প্রকাশিত হয় নাই। আমি সত্য সত্যই কহিতেছি যে পৃথিবীর মধ্যে তিনিই একমাত্র পূর্ণ মানব ছিলেন. যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এবং দোয়া সমূহ কবুল হওয়ায়, অন্যান্য মোজেযাসমূহ প্রকাশিত হওয়া একটা এমন সুস্পষ্ট বিষয়, যাহা আজ পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে সত্যিকারের অনুসারীদের দ্বারা সমুদ্রের ঢেউ যেমন উদ্বেলিত হয়, তদ্রূপ হইতেছে। ইসলাম ব্যতীত সেই ধর্ম কোথায় এবং কোন দিকে, যাহা এই প্রকৃতি এবং শক্তি নিজের মধ্যে রাখে? এবং ঐ সমস্ত মানুষ কোথায় এবং কোন দেশে অবস্থান করিতেছে যাহারা ইসলামী বরকত এবং নিদর্শনের মোকাবেলা করিতে পারে? যদি মানুষ শুধু এইরূপ ধর্মেরই অনুসারী হয়, যাহার মধ্যে আসমানী রুহের কোনই সংযোগ নাই, তবে সে নিজের ঈমানকে ধ্বংশ করিতেছে। জীবিত ধর্মই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম, যাহা জীবনদানকারী আত্মা নিজের মধ্যে রাখে এবং জীবিত খোদার সংগে সম্বন্ধ কায়েম করাইতে পারে। আমি শুধু ইহাই দাবী করিতেছি না যে, খোদার পবিত্র ওহির দ্বারা গায়েবের সংবাদ আমার উপর প্রকাশিত হয় এবং মোজেযা সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে, বরং ইহাও বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তরে এবং খোদ ও তাঁহার রসূলের সংগে সত্যিকারের মুহব্বত সহকারে আমার অনুসরণ করিবে সেও খোদাতায়ালা হইতে এই নেয়ামত লাভ করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও সমস্ত বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য এই রাস্তা বন্ধ এবং যদি বন্ধ না হইয়া থাকে, তবে কোনো স্বর্গীয় নিদর্শন দ্বারা আমার সহিত মোকাবেলা করুক এবং স্মরণ রাখিও কখনই উহা করিতে পারিবে না। অতএব ইসলামের সত্যতা এবং আমার সত্যতার ইহা এক জলন্ত প্রমাণ।

(আরবাইন ১ম খণ্ড)

ইশতাহার দাতা :—

হযরত মীর্যা গোলাম আহম্মদ (আঃ)-মসিহ মাওউদ

কাদিয়ান ২৩শে জুলাই ১৯০০ খ্রীঃ

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা ১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	"
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	"
৪	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	"
৫।	হোশান্না	"
৬।	ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব	"
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	"
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	"
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	"
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	"

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাব্‌লিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.